নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ২৩, পৃ. ৪৩-৭১
© ২০১৮ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফারের জবানবন্দিঃ প্রসঙ্গ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলা

মঈন জালাল চৌধুরী*

ভূমিকা

ঐতিহাসিকভাবে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ ও সামাজিক আন্দোলন বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। সাম্প্রতিককালে, মূলত ২০১০ থেকে ২০১৪ এই বছরগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বিপুল সংখ্যক স্বতস্ফূর্ত আন্দোলনকারী নগরের গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক চত্বর, মোড়, চৌরাস্তা দখল করে প্রতিবাদ করছেন। কখনো তাদের দাবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, কখনো সামাজিক-অর্থনৈতিক অসমতা দূর করা, কখনোবা ইতিহাসের অমিমাংসিত বিষয়সমূহকে সুরাহা করার চেষ্টা (ক্যাস্টেলস, ২০১৫)। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এই সাম্প্রতিক ধরন পূর্বাপর আন্দোলন ও প্রতিরোধ থেকে ভিন্ন নানান কারণেই। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভিন্নতা হল, এই ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোশ্যাল মিডিয়ার (ব্লগ, ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি) নানামুখী সম্পৃক্ততা আন্দোলনকে নানাভাবে পাল্টে দিচ্ছে। আরব বসন্ত থেকে অকুপাই ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলন, আম্ব্রেলা বিপ্লব থেকে গেজি পার্ক প্রতিরোধ; বিভিন্ন আন্দোলন ভেদে এর আকার-প্রকৃতি-বিকাশ ও ফলাফল ভিন্ন (আর্দা, ২০১৫; বনিলা ও রোসা, ২০১৫, ক্যাস্টেলস, ২০১৫)। অনেক গবেষক (যেমন ক্যাস্টেলস, ২০১৫, পাপাচারিসি, ২০১২, ডালগ্রীণ, ২০০৫) এও দাবী করছেন যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং আন্দোলন এর সবই ক্রমশ হয়ে উঠবে সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রীক।

লক্ষণীয় যে প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন ও নেতৃত্বের ধারার বাইরে অনলাইনে উৎসারিত এ্যাক্টিভিজম সহজেই অফলাইনে রাজপথের প্রতিবাদে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই যুব-তৎপরতা মূলত নগর-কেন্দ্রীক হলেও আপামর জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রচলিত রাজনৈতিক পরিমন্ডলকে যেমন প্রভাবিত করছে, চ্যালেঞ্জ করছে, তেমনি কখনো কখনো রাজনৈতিক পট পরিবর্তনও করছে। এই ধরনের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন সবসময়ই প্রচলিত অর্থে রাজনৈতিক" হবে এমনটিও নয় আবার এর মধ্যে রাজনৈতিক" কিছু নেই সেটিও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ও প্রেক্ষিত ভেদে এর চেহারা ভিন্ন ভিন্ন, তবে দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রতিরোধ, নিজ অনন্য বৈশিষ্ট্যে, জনপ্রিয়তায় ও লোক সমাগমে অভূতপূর্ব (অর্টিজ, বুরকে, বেরাদা ও কোর্টেস, ২০১৪)। এই ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সোশ্যাল মিডিয়ার সম্পৃক্ততা গবেষকের সামনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চকে হাজির করে; যার একটি হল স্থানের অনিত্যতা (স্পাসিও টেম্পোরালিটি) এবং সামাজিকতার অনিত্যতা (সোসিও

---

* পিএইচ ডি গবেষক, হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান, ই-মেইল : sharatchowdhury@gmail.com

টেম্পোরালিটি)। দেখা যাচ্ছে যে এ ধরনের সামাজিক আন্দোলনে অনলাইনে যেমন বহু মানুষ জড়ো হন, ঐক্য বোধ করেন,অফলাইন সমাবেশেও জড়ো হন একটি সময় পর্যন্ত সম্পৃক্তও থাকেন আবার বিচ্ছিন্নও হন। আবার যে স্থানে তারা জড়ো হন, প্রতিবাদ করেন, স্থানটিকে (অনলাইন ও অফলাইন) দখলে"/ জমজমাট" রাখেন সেটিও একই রকম থাকে না, প্রতিবাদকারীরা সবসময় সেই স্থান (সাম্প্রতিক আন্দোলনে; যেমন শাহবাগ আন্দোলনে অনলাইন পরিসর আবার অফলাইনে বিশেষত চৌরাস্তা, মোড় ইত্যাদি) নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখেন বা সবসময় রাখতে পারেন তাও না।

এদিকে আপাত দৃষ্টিতে অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী মনে হলেও সাম্প্রতিক সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ প্রমাণ করছে যে এই অনিত্য স্থান ও অনিত্য সামাজিকতা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন করতে সক্ষম। আর এজন্যই বাংলাদেশে, ২০১৩-রশাহবাগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই আন্দোলন, যুদ্ধাপরাধীদের" সর্বোচ্চ শাস্তির (ফাঁসি) দাবী নিয়ে শুরু হলেও, ক্রমান্বয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধকরণ এমন দাবী নিয়ে হাজির হয়েছিল। যারই প্রতিক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই হেফাজতে ইসলামের (২০১৩) আন্দোলন। শাহবাগের দাবী সমূহের কিছু পূরণ হয়েছে এবং কিছু আবার ভিন্ন আকার লাভ করেছে, প্রবল জনপ্রিয়তা থেকে কম জনপ্রিয়ও হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে এই আন্দোলন প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে, একটি রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তারকারী অরাজনৈতিক" চেহারার মঞ্চ (গণজাগরণ মঞ্চ) সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। যেটি রাজনৈতিক দল হিসেবে না হলেও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারকারী একটি মঞ্চ হিসেবে সচল রয়েছে।

শাহবাগ আন্দোলনের সূচনাকারী হিসেবে বাংলা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্লগার ও অনলাইন এ্যাকটিভিস্টদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের ভূমিকাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ঘটনার পরিক্রমায় বাংলাদেশের জনমানসে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে ব্লগার" একটি বিশেষ পরিচয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন ব্লগার মানেই নাস্তিক", ধর্ম অবমাননাকারী"; আবার কেউ কেউ মনে করছেন ব্লগাররা মুক্তচিন্তার" অগ্রদূত । অন্যদিকে শাহবাগ আন্দোলন চলাকালীন ও পরবর্তী পাঁচ বছরে নানান পর্যায়ে অনলাইনে এবং অফলাইনে শাহবাগ আন্দোলন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি নানাভাবে আলোচিত হয়ে চলেছে। এই আলোচনায় হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের পরিক্রমায় গণজাগরণ মঞ্চের অবকাঠামোগত মঞ্চ এখন ভৌত মঞ্চ আকারে না থাকলেও প্রতিবাদকারী প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ আকারে বহাল রয়েছে। আবার একই সাথে রাজনৈতিক প্রভাবক হিসেবে হেফাজতে ইসলামের গুরুত্ব প্রচলিত রাজনীতিতে দৃশ্যমানভাবেই স্পষ্ট হয়েছে। কেননা বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতা নির্মাণে দুই আন্দোলনই নানামুখী ভূমিকা রেখেছে (জামান, ২০১৬)। ফলে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ কোন বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের ঘটনা কেবল, নাকি একটি চলমান প্রক্রিয়া যা বিশেষ মুহূর্তে তীব্র" হয়ে ওঠে। ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রতিরোধ, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া সম্পৃক্ত এবং সেখানে স্থানের অনিত্যতা এবং সামাজিকতার অনিত্যতা ক্রিয়াশীল সেই প্রপঞ্চকে

সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফার কীভাবে পাঠ করবেন, বোধগম্য অর্থ তৈরি করবেন সেটি উন্মোচণ করার চেষ্টা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গবেষণা আগ্রহের প্রাককথন

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি এবং মার্চে আমি সামাজিক মাধ্যম ও সামাজিক আন্দোলন বিষয়ক গবেষণার সূত্রে ঢাকায়। আমার চলমান গবেষণার একটি আগ্রহের জায়গা হল সামাজিক আন্দোলন ও আন্দোলনকারীরা কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার (ব্লগ, ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদি) সাথে সম্পৃক্ত সে বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা। একইসাথে এই ধরনের সম্পৃক্ততা প্রতিরোধ, প্রতিবাদ আন্দোলন ও প্রচলিত রাজনীতির ক্ষেত্রে আদৌ কোন ভূমিকা রাখে কিনা কিংবা রাখলে কীভাবে রাখে সেটিকে বুঝতে চাওয়াও চলমান গবেষণার লক্ষ্য। সেই গবেষণার একটি পর্যবেক্ষণ হল; জানগণিক ডিসকোর্সে যেমন, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়াতে শাহবাগ এবং হেফাজতে ইসলাম নিয়ে তর্কবিতর্ক এবং আলাপচারিতা স্পষ্ট:তই চলমান। সমাজ বাস্তবতায় আর তাই সোশ্যাল মিডিয়ার তীব্রতাতেও" নানান ডিসকোর্সের কথা যেমন, ব্লগার মানে নাস্তিক", অনলাইন জঙ্গী" অথবা নতুন ব্যবহৃত হতে থাকা শব্দ যেমন, হেফাগোট", ছাগু", শাহবাগী" ইত্যাদির কথাও। জানগণিক জবানে এইসব ডিসকোর্স খুব পুরাতন নয়। লক্ষণীয় যে এইসব ডিসকোর্স একটি বিশেষ সময়ের, ঘটনার ও তৎপরতায় সৃষ্ট। যা বিদ্যমান মহাবয়ান যেমন বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ", সেক্যুলারিজম", মুসলমান আত্মপরিচয়", রাজনৈতিক ইসলাম", প্রগতিশীলতা"এসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত (চৌধুরী, ২০১৬; হক, ২০১৫; সবুর, ২০১৩)। এও লক্ষণীয় যে, পূর্বে উল্লেখিত ডিসকোর্স সমূহ অনলাইন পরিসরকে ছাপিয়ে গেছে, বিশেষ ধরনের অর্থ তৈরি করেছে, বিশেষ ধরনের অনলাইন আচরণ এবং কর্মতৎপরতাকে ইঙ্গিত করছে, বিশেষ ধরনের পরিচয়কে অনলাইন ও অফলাইনে তুলে ধরছে, নাকচ করছে এবং মোকাবিলা করছে। এই গতিশীলতার প্রতি মনোযোগ দিয়ে বরং এমনভাবেও প্রশ্ন করা যায়, কবেই বা অনলাইন এবং অফলাইন পরিসর বিচ্ছিন্ন ছিল? দুই পরিসরকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করার উপায় আদৌ আছে কি? দুই পরিসরকে বিচ্ছিন্নভাবে পাঠ করলে সমাজ বাস্তবতা, ঘটনা এবং প্রপঞ্চের কোন নৃবৈজ্ঞানিক ও এথনোগ্রাফিক অর্থ আদৌ তৈরি করা সম্ভব কিনা। পরিশেষে মূল প্রশ্নটি দাঁড়ায়,তাহলে কীভাবে কোন সমাজ বাস্তবতা, প্রপঞ্চ বা ঘটনা যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া সম্পৃক্ত তাকে পাঠ করা সম্ভব?

পাঠোদ্ধারের এই প্রক্রিয়াতেই সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে চলমান গবেষণার ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ পরিষ্কার করছে যে, শাহবাগ আন্দোলন ও হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের নানান ডিসকোর্স সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং সমাজে এখনো ক্রিয়াশীল, মাত্রার ভিন্নতা থাকলেও বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে ও প্রেক্ষিতে ঘটনার তীব্রতা" নানান আকার লাভ করছে। সমাজে ঘটমান অপরাপর নানান ঘটনার আবির্ভাবে এই তীব্রতা" (Intensities) ফিরেফিরে আসছে, উচ্চারিত হচ্ছে, স্তিমিত হচ্ছে; কখনো জোড়ালোভাবে কখনো ক্ষীণভাবে। কখনো সম্পূরক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে কখনো পরির্বতন আনছে বা কখনো

পারছে না। যা ইঙ্গিত করে যে সোশ্যাল মিডিয়া জনস্মৃতি সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসরও হয়ে উঠেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার সম্পৃক্ততায় স্থানের ও সামাজিকতার অনিত্যতাকে বিবেচনা করে পস্টিল ও পিংক (২০১২) প্রস্তাব করেন যে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী হতে পারে এমনসব তীব্রতার" [১] অধ্যয়ন। তাঁদের প্রস্তাবিত এই ধারণা বিকশিত হয়েছে বার্সেলোনাতে (২০১২) সোশ্যাল মিডিয়া ও সামাজিক প্রতিরোধ বিষয়ক গবেষণার সূত্র ধরে। আমি মনে করি এই ধারণা সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ কে বোঝার জন্য বিশেষভাবে কার্যকরি । কেননা সোশ্যাল মিডিয়া, সমাজ বাস্তবতার নৃবৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছে। বিশেষত তখন, যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আমাদের বসবাস" যখন ক্রমশই একটি প্রশ্নহীন 'সত্য' হয়ে উঠছে।

প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও আন্দোলন নিয়ে অনুসন্ধিৎসায় স্বাভাবিকভাবেই গবেষণার আগ্রহ সামাজিক আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার বহুমুখী ব্যবহার, প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, আন্দোলনের খবর বিস্তার, প্রোপাগান্ডা, 'সত্য' নির্মাণ এমন আরো বহুবিধ বিষয়ের প্রাথমিক বোঝাপড়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছে। তবে এই আগ্রহে প্রায়শই বাদ পড়ে যায় যে অংশটি তা হল খোদ সোশ্যাল মিডিয়া কি এবং কি হয়ে উঠেছে সে বিষয়ক বোঝাপড়া ও অনুসন্ধান। এরই সাথে যুক্ত হয় কোন অঞ্চলে ও কোন প্রেক্ষিতে এটি কেমন সেটির বোঝাপড়াও।

এটি জরুরী, কেননা প্রথমত সমাজের সাথে প্রযুক্তির সম্পর্ক কেমন এবং কীভাবে সেটির নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্ভব সেটি একটি গবেষণা পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ যেমন, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়াকে আলাদা করে, অন্য ভার্চুয়াল জগৎ হিসেবে পাঠ করার সুযোগ এখন আদৌ আর আছে কিনা সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার একটি ক্ষেত্রও বটে। সোশ্যাল মিডিয়া কি একটি জানগণিক পরিসর কেবল? তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হ্যাবারমাসের (১৯৮৯) পাবলিক স্ফিয়ার ধারণা দিয়ে কি বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়াকে বোঝা সম্ভব? নাকি যুক্ত হবে আরো কিছু বাদও যাবে? এই প্রশ্নগুলো সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফারের অনুসন্ধানের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

আর তাই গুণগত গবেষণায় সোশ্যাল মিডিয়াকে কীভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফি কীভাবে হতে পারে সেটি এই প্রবন্ধের মূল আগ্রহের জায়গা। এক্ষেত্রে উদাহরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন ও অফলাইন ঘটনা হিসেবে, ৩রা মার্চ ২০১৮তে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কেননা এটি একটি গুরুত্ববহ সামাজিক ঘটনা যেমন, তেমনি একটি সোশ্যাল মিডিয়া ইভেন্টও বটে আবার একইসাথে সাম্প্রতিক ঘটনাও বটে। যা অনলাইন এবং অফলাইনে তীব্রতা তৈরি করেছিল। এই ঘটনার সূত্র ধরেই, সোশ্যাল মিডিয়া কি? সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী কি? বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী কীভাবে

---

[1] সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন ঘটনা যা অনেক তর্ক বির্তক ও তৎপরতা তৈরি করে সেটিকে'তীব্রতা' (Intensity) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সম্ভব এইসব প্রশ্ন ধরে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। এই প্রবন্ধের মূল আগ্রহ, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিতে যে অনলাইন ও অফলাইন তীব্রতা" তৈরি হয়েছিল তা একজন সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফার কীভাবে পাঠ করতে পারেন সেই প্রক্রিয়াটিকে গবেষকের রিফ্লেক্সিভ জবানে পাঠকের সামনে হাজির করা।

অফলাইন ও অনলাইন তীব্রতা"-র পটভূমি, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলা

হামলার ঘটনা

বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত কথা সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও তরুণদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক, অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটি ঘটে ৩রা মার্চ ২০১৮তে, আনুমানিক বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে (ডেইলি স্টার, ২০১৮)। তিনি তখন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এই সময় তাঁর জন্য ৮-১০ জনের পুলিশ পাহারাও ছিল (দেশীনিউজবিডি, ২০১৮)। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার এলাকায় ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে তাঁকে প্রকাশ্যে ছুরি হাতে হত্যার চেষ্টা করেন একজন তরুণ। অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের মাথায়, পিঠে ও হাতে ছুরিকাঘাত করা হয়। হামলাকারীকে ধরে ফেলেন উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। হামলাকারীকে বেদম প্রহার করা হয় ফলে হামলাকারীর অবস্থা আশংকাজনক হয়ে পড়ে। অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালকে প্রথমে সিলেটের ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয় এরপর তাকে এয়ার এ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) নিয়ে আসা হয়। হামলাকারীকে সিলেটের সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে সেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয় (বিবিসি বাংলা, ২০১৮)।

সোশ্যাল মিডিয়াতে ও প্রচলিত গণমাধ্যমে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনা দাবানলের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শতাধিক শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অনুরাগী ওসমানী মেডিকেল কলেজে ভীড় করেন। প্রচলিত গণমাধ্যমে (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) এই হামলার খবর জানানো হতে থাকে। সিলেটে, ঢাকায় এবং অন্যান্য শহরগুলোতে এই হামলার প্রতিবাদে মানুষজন পথে নেমে আসেন (ডেইলি স্টার, ২০১৮)। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হামলার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের মিছিল শুরু হয়।

জানগণিক জবানে ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে হামলাকে কীভাবে চিহ্নিত করা হল?

ঢাকার শাহবাগে, গণজাগরণ মঞ্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী জমায়েত হতে থাকেন তারা এই হামলাকে বাকস্বাধীনতা ও সেক্যুলার" চিন্তার উপর আক্রমণ হিসেবে অভিহিত করেন। গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান.এইচ.সরকার এই হামলার প্রতিবাদে কর্মসূচী ঘোষনা করেন। বিশিষ্ট নাগরিকগণ এই হামলাকে সরকারের

জন্য জোড়ালো সতর্ক বার্তা" হিসেবে চিহ্নিত করেন, অনেকে এটিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুক্তচিন্তার উপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী এই হামলার নিন্দা জানান। বিএনপি মহাসচিব অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিকে, ঘোলা পানিতে মাছ শিকার" হিসেবে বিবেচনা করেন। এই হামলাকে একটি জঙ্গিবাদী" হামলা হিসেবেও চিহ্নিত করা হয় যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে আমরা জানতে পারি যে হামলাকারী বলেছেন, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, ইসলামের শত্রু, এজন্য আক্রমণ করেছি" (নুরুজ্জামান, ২০১৮)। সুস্থ হয়ে ফিরে মুহম্মদ জাফর ইকবাল এক বক্তৃতায় বলেন, আমি নাস্তিক নই, আমি কোরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি" (ঢাকা টাইমস, ২০১৮)।

সোশ্যাল মিডিয়াতে হামলার ঘটনার তীব্রতা"

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় বাংলা সোশ্যাল মিডিয়া ক্ষোভে ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এমনও জানা যায় যে, হামলাকারী অনলাইনে উগ্রবাদের দাওয়াত পান" (শুভ, এস.এ. ও ছত্রী, এস, ২০১৮)। আবার সেই সময়কার (৩-৫ ই মার্চ, ২০১৮) সোশ্যাল মিডিয়া তৎপরতার বিশ্লেষণে জানতে পারি যে ফেইসবুকের নব্বইভাগ ব্যবহারকারীরা এই হামলার নিন্দা জানান (টেকশহর, ২০১৮)। হামলা ও আক্রমণকারীর ছবি এবং পুরো ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল" হয়ে পড়ে। হ্যাশ ট্যাগ # জাফর ইকবাল, # উই আর সরি স্যার; এমন হ্যাশট্যাগ (#), পোষ্ট, কমেন্ট এবং অনলাইন তৎপরতা তীব্র হয়ে ওঠে। যা কেবল একটি প্ল্যাটফর্ম নয় বরং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদটি কেবল বাংলাদেশের ভূগৌলিক সীমানাতেই আবদ্ধ থাকেনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বাংলাদেশী ডায়াস্পোরার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আবার সেই প্রতিবাদের ছবি, পোষ্ট, লেখা, ভিডিও অনলাইন ও অফলাইন তৎপরতা অনলাইন পরিসরে ছড়াতে থাকে। আক্রমণের বিপক্ষে বয়ান ও পাল্টা বয়ান তৈরি হতে থাকে। এই ঘটনাকে ঘিরে বয়ানসমূহের বিশ্লেষণ করতে যেয়ে কোন গবেষণার আগ্রহ এমন হতেই পারে যে বাংলাদেশে অনলাইনে কীভাবে সহিংসতা" বা জঙ্গিবাদ" এর বিস্তার ঘটেছে। আবার এও হতে পারে, কীভাবে অনলাইন পরিসর বিশেষ জঙ্গি" পরিচয় নির্মাণ করে।

তবে লক্ষণীয় যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ অফলাইন থেকে অনলাইনে যেমন স্থানান্তরিত হয়েছে তেমনি পেরিয়ে গেছে ভূগৌলিক সীমারেখাও। আবার প্রতিবাদের চেতনা এবং কর্মতৎপরতা অফলাইনের মত অনলাইনেও একটি প্রতিরোধ পরিসর তৈরি করেছিল। সেই প্রতিরোধ পরিসর সমাজে বিদ্যমান নানান বয়ান ও ঘটমান প্রপঞ্চের বাইরের কিছু নয়। কীভাবে অধ্যয়ন করা যেতে পারে এই প্রতিরোধ পরিসর? প্রথমত মনে রাখতে হবে যে প্রতিরোধ পরিসর সমাজ ও ইতিহাস বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এর একটি বিশেষ স্থানিক ইতিহাস আছে। দ্বিতীয়ত, কেবল অনলাইন বা কেবল অফলাইন দিয়ে আলাদা করে বোঝবার কোন উপায় নেই।

কীভাবে বোঝা যেতে পারে সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে প্রতিরোধের সম্পর্ককে? এজন্য সোশ্যাল মিডিয়া অধ্যয়নের তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত বোঝাপড়ার পুনঃপাঠ আবশ্যক।

তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার অবকাঠামো, সোশ্যাল মিডিয়ার পুন:পাঠঃ

গুণগত গবেষণায় সোশ্যাল মিডিয়ার সংজ্ঞা কি হবে?

সোশ্যাল মিডিয়ার সংজ্ঞা বা সোশ্যাল মিডিয়া আসলে কি এই ধারণা আসলে গবেষণার ধরন এবং দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে । সোশ্যাল মিডিয়ার একটি প্রাযুক্তিক ব্যাখ্যা দেন ল্যাঙ্গ ও বেনবাউনান (২০১০), তারা বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া হল *সেই ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন সমূহ যা ইউজার কতৃক তৈরিকৃত কন্টেন্টকে প্রক্রিয়াজাত, সংরক্ষণ এবং পুনঃউদ্ধার করে"*। জন পস্টিল এবং সারাহ পিংক প্রশ্ন তোলেন যে ল্যাঙ্গ এবং বেনবাউনান এর সংজ্ঞা সোশ্যাল মিডিয়ার প্রাযুক্তিক সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে ঠিকই কিন্তু সেটা পরিষ্কার করে না গুণবাচক গবেষণায়, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফীতে সোশ্যাল মিডিয়াকে কিভাবে পাঠ করা যেতে পারে। ফলে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফীর জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার যে বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ তা হল, *এটি এমন এক পরিসর যেখানে মানুষ মানুষের সাথে যুক্ত হন, এবং সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিকতা তৈরি করে"* (মিলার, ২০১৬, ফুক,২০১২)।

আধিপত্যশীল কমিউনিটি/নেটওয়ার্ক ধারণার সীমাবদ্ধতা

বিগত দুই দশক ধরে ইন্টারনেটের স্থানিকতার ধরন বুঝতে যেয়ে সোশ্যাল মিডিয়া গবেষণায় কমিউনিটি-র ধারণা খুব গুরুত্ব পেয়েছে। একদিকে গবেষকরা যেমন স্থানীয় কমিউনিটির তথ্য প্রযুক্তির চাহিদ বুঝতে চেয়েছেন। আবার অনলাইন কমিউনিটি-ই হতে পারে সত্যিকারের গণতন্ত্রের জায়গা এমনটা মনে করেও এগিয়েছেন অনেকেই। অমিত, সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কমিউনিটি ধারণার নানান দিক পর্যবেক্ষণ করে বলছেন যে এই ধারণার প্রবল আবেগীয় প্রভাবের কারণে তা জন বাহাসের (rhetoric) আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে যদিও বাস্তব পরিস্থিতি কিংবা সেটার সাথে সংযুক্ত উদাহরণ দিয়ে বাস্তবতা প্রায়শই নিশ্চিত করা যায় না। ফলে যা কমিউনিটি বলে বোঝা হচ্ছে সেটাকে একটা তৈরি সামাজিক একক হিসেবে না ধরে বরং প্রথমে সন্দেহ করাই শ্রেয়, সেটার আদ্যপান্ত বোঝা জরুরী (অমিত ও অন্যান্য ২০০২)। তাঁরা আরো বলছেন, কমিউনিটি (কিংবা ডায়াস্পোরা, জাতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি) এজাতীয় আবেগ নির্ভর, বদ্ধ ধারণা সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ব্যাতীরেকে গ্রহণ করাটা অনুচিত। কেননা এমন অনেক সামাজিক সম্পর্ক আছে যা উপরে উল্লিখিত ধারণার মধ্যে ধরা দেয় না, যেমন প্রতিবেশী, সহকর্মী, বিনোদনের সাথী যারা 'একটি প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য' (a sense of contextual fellowship) বোধ করেন (পস্টিল, ২০০৮)।

হ্যাবেরমাসের আলোচনা গড়ে উঠেছে নানান কিছুকে বাদ দেয়ার মধ্য দিয়ে

কালহন (১৯৯২) দেখাচ্ছেন যে হ্যাবেরমাসের আলোচনায় সামাজিক আন্দোলনের আলোচনার অনুপস্থিতি মানুষের এজেন্সিকে বিমূর্ত ও গড় করে তুলেছে। যদিও সামাজিক আন্দোলন সমাজ ও ইতিহাসের সেই ঘটনা যেখানে মানুষের এজেন্সি নির্মিত ও পুনঃনির্মিত হতে থাকে। ফলে তিনি একটি জানগণিক পরিসরের বদলে একাধিক প্রতিযোগীতা ও লড়াইরত বহু জানগণিক পরিসরের প্রস্তাব করেন। অন্যদিকে ফ্রাসের (১৯৯২) দেখাচ্ছেন যে বুর্জোয়া জানগণিক পরিসর নিজেই ক্রমাগতভাবে বাতিলকারী, অর্থাৎ এটি নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আগেই বাতিল করে রাখে। এটি একটি হেজিমনিক পরিসরও বটে যা ভিন্ন চিন্তা ও চর্চার মানুষজনকে জানগণিক পরিসরে তেমনি অগ্রহণযোগ্য এবং আলাদা করে রাখে। তিনি, তাই সাবল্টার্ন কাউন্টার জানগণিক পরিসরের প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রেও এমনটা দেখতে পান সুমন এবং চৌধুরী (২০১৫) বিশেষত আদিবাসী" বিতর্কের অনলাইন মিথষ্ক্রীয়াকে বিশ্লেষণ করে। ফলে সোশ্যাল মিডিয়া কখনো হেজিমনিক পরিসরও বটে সোশ্যাল মিডিয়াতেও অনেক বিষয় এবং অনেকের অংশগ্রহণকে অগ্রহণযোগ্য এবং আলাদা করে রাখার চেষ্টা করা হয়। অনলাইন যুদ্ধে" নারীর প্রতি সেক্সিস্ট আচরণের হালহকিকত আমরা দেখতে পাই খন্দকার (২০১৪) এর কাজে, যেখানে তিনি দেখান যে শাহবাগ আন্দোলনের অনলাইন ডিসকোর্স কি করে সেক্সিস্ট হয়ে ওঠে।

হ্যাবেরমাসের মডেলে বাদ পড়া বা বাদ দেয়া বিতর্কের খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেন ফুক (২০১২, ২০১৬)। তিনি দেখান যে আধুনিক সমাজ, পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের স্বার্থে নাগরিকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা নির্ধারণ করে এবং পাবলিক, প্রাইভেট ও সিভিল পরিসরের বিভাজনও ঘটায়, এটি একটি ক্ষমতা পরিসর। ফলে কোন পরিসরে কার কি করতে হবে সেটাও নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, চাকরীদাতা ও চাকুরীপ্রার্থীর সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক, রাষ্ট্রের নাগরিকের সাথে রাষ্ট্রহীন মানুষের সম্পর্ক (পাঠক ভাবতে পারেন রোহিঙ্গা সংকটের কথা), ম্যানেজার ও সহকারীর সম্পর্ক, আধিপত্যশীল জেন্ডারের সাথে প্রান্তিক জেন্ডারের সম্পর্ক (টরট্টিয়ের, ডি. ও ফুক, সি, ২০১৫)।

সোশ্যাল মিডিয়া ও আধুনিক সমাজ: সবকিছু ভেঙ্গে পড়ে?

টরট্টিয়ের ও ফুক (২০১৫) দেখাচ্ছেন যে সোশ্যাল মিডিয়ার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি করে সামাজিকতার তিনটি ধাপ অর্থাৎ কগনিশন, কমিউনিকেশন ও কো-অপারেশনকে আমূল বদলে দেয়। এটি দেয় সামাজিকতার নতুন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

সামাজিকতার সংহতি: মনে করা যাক একসময়কার জনপ্রিয় সামাজিক চর্চা, পত্রবন্ধু বা পত্রমিতালীর কথা। চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বোঝাপড়া হলে দুজন অপরিচিত মানুষ হয়ত বন্ধুত্ব করতে পারতেন। যদিও তাদের যোগাযোগ ব্যক্তিগত পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু এখন সেই একই যোগাযোগ ফেইসবুকে করা হলে, সবাই বা বাকীরা দেখতে পান কে আপনার বন্ধু হল। তিনি আপনার

স্ট্যাটাসে মন্তব্য করলেই সবাই তা দেখতে পান। অর্থাৎ আপনার ব্যক্তিগত পরিসর আর পুরোপুরি আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই। ব্যক্তিগত সহজেই, প্রায় অনিবার্যভাবেই হয়ে যাচ্ছে পাবলিক।

ভূমিকার সংহতি: ফেইসবুক তৈরি হয়েছে ব্যক্তির প্রোফাইলকে ভিত্তি করে। সেই প্রোফাইল হয়ে উঠছে ব্যক্তির নানামুখী ভূমিকার খতিয়ান। এই একই প্রোফাইলে আপনি ব্যক্তিগত, প্রায় ব্যক্তিগত, প্রায় পাবলিক এবং পাবলিক পরিসরের নানামুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ। একই প্রোফাইলে আপনি এ্যাক্টিভিস্ট, ভোক্তা, প্রেমিকা, শিক্ষক, কারো বাবা, কারো মা, উদ্যোক্তা, ফটোগ্রাফার আরো নানান কিছু। একই জায়গায় এতগুলো ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয়েছে ফেইসবুকের কল্যাণেই। ফলে সোশ্যাল মিডিয়া আপনার সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুঁজি নির্মাণ ও মোকাবিলার মাঠ।

নজরদারির অভিসৃত সংহতি: এক ফেইসবুকের প্রোফাইলই আপনার সামাজিক তৎপরতার খতিয়ান যেমন তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণের খতিয়ানও বটে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাঠে আমরা কগনিশন, কমিউনিকেশন ও কো-অপারেশন এর ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পারফর্ম করি যেমন তেমনি বহু ধরনের নজরদারির মধ্যেও থাকি। যেমন একটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফেইসবুকে কাছে আপনার সকল বর্তমান ও ঐতিহাসিক তৎপরতার খতিয়ান জমা হয়ে যাচ্ছে, আপনার সহ-ফেইসবুক বন্ধুরা আপনাকে নজরদারিতে রাখতে পারছেন, রাষ্ট্র ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও আপনার খুব কাছে চলে আসছে । যেমন আমরা দেখতে পাই পাবলিক বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্ক্রীণশট দিয়ে আইসিটি মামলা করা। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, যৌণ নিপীড়ণ, ব্যক্তির ইমেজের অবমাননা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানো এই সকল কাজই আপনার ফেইসবুক বন্ধুই করছেন। আবার রাষ্ট্র ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাও খুব নিকটবর্তী, এসব সংস্থার ফেইসবুক পেইজে গিয়েই এ্যাপ ব্যবহার করেই আপনি নালিশ করতে পারছেন, ফলে কর্পোরেট-প্রাযুক্তিক, সহ ইউজার ও রাষ্ট্রীয় নজরদারির এক অনন্য সংহতিও সোশ্যাল মিডিয়ায় সৃষ্ট হয়েছে।

আর তাই আমরা এই অনুসিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সোশ্যাল মিডিয়া একটি তরল রাজনৈতিক পাবলিক পরিসর সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিসর অনলাইনে বা অফলাইনে আলাদা করে ক্রিয়াশীল নয় বরং উভয়ের তৎপরতায় ক্রমাগত নির্মিত হয়ে চলেছে। এই পরিসর প্রথাগত পাবলিক ও প্রাইভেট পরিসরের ধারণাকেও পাল্টে দিচ্ছে। ফলে অনলাইন ও অফলাইনের মিশেলে সৃষ্ট এই পরিসরকে বুঝতে দরকার এমনসব ধারণা (কনসেপ্ট) ও পদ্ধতি যা এই প্রপঞ্চে কখনো কখনো কঠিন অবস্থাকে বুঝতে সহায়তা। এমনই ধারণা হল সোশ্যালিটি ও তীব্রতা।

সোশ্যালিটি বা অনলাইন সামাজিকতা কি? তীব্রতার অধ্যয়ন কি?

আর তাই সোশ্যালিটি হল 'যেভাবে মানুষ পরস্পরের সাথে নিজেকে যুক্ত করে, সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে এবং সমাজ তৈরি করে' (মিলার ও অন্যান্য, ২০১২) কেবল অনলাইনে করেনা অফলাইনে করে, দুটোতে মিলেমিশে করে। আবার একই

সাথে সোশ্যালিটি সম্পর্কের 'সেই গতিশীল ম্যাট্রিক্স, যেখানে প্রতিটি অনুসঙ্গ পরস্পরের সাথে যোগাযোগে থাকে যা সমভাবে উৎপাদনশীল একই সাথে নমনীয় এবং দৃঢ়' (অমিত, ২০১৫) মানুষ শুধু যুক্তই থাকে না, বিযুক্তও হয়। যূথবদ্ধতার এই ধরনটি তরল। তাই এই সদাপরিবর্তনশীল স্থিতিস্থাপক পরিস্থিতিকে বোঝার জন্য আমরা মনোযোগ দিতে পারি 'তীব্রতা' এবং 'প্রেক্ষিত নির্ভর সংহতি বা ঐক্যর' দিকে (পস্টিল, ২০০৮, ২০১৪; পস্টিল ও পিংক, ২০১২) ।

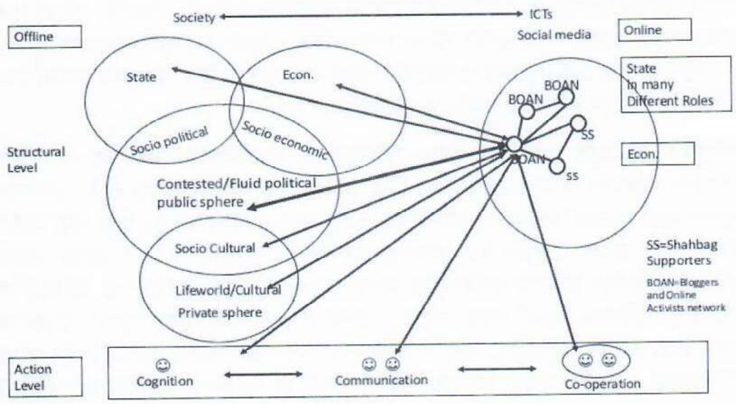

চিত্র ১: প্রযুক্তি ও সমাজের গতিশীল সম্পর্কের বিন্যাস (শাহবাগ আন্দোলনের সাপেক্ষে)।

প্রযুক্তি ও সমাজের গতিশীল সম্পর্কের বিন্যাসবুঝতে শাহবাগ আন্দোলন এমনি তীব্র" ঘটনা। যেখানে এবং 'প্রেক্ষিত নির্ভর সংহতি বা ঐক্য' তৈরি হয়েছিল এবং যেটি পরিশেষে প্রতিরোধ সোশ্যালিটির জন্ম দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে শাহবাগ ছাড়াও এছাড়া এমন অনেক ঘটনা যেমন, 'তনু হত্যাকান্ড', 'সুন্দরবন রক্ষা', 'ব্লগার হত্যা', 'গ্রীক মূর্তি অপসারণের দাবী', 'ফরহাদ মজহারের গুম' ক্রমাগতভাবে সমাজে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে 'তীব্রতা' তৈরি করছে। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলাও এমনি এক 'তীব্রতা'। এই তীব্রতার পাঠ কি করে হবে? এর গবেষণা পদ্ধতি কি? এই গবেষণার চ্যালেঞ্জ কি কি?

গবেষণা পদ্ধতি ও মাঠকর্ম: সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিতে যে অনলাইন ও অফলাইন তীব্রতা" তৈরি হয়েছিল তা একজন সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফার কীভাবে পাঠ করতে পারেন সেই প্রক্রিয়াটিকে গবেষকের রিফ্লেক্সিভ জবানে পাঠকের সামনে হাজির করার চেষ্টা করা। ফলে প্রবন্ধের ভর মূলত এই অংশটিকে ঘিরে আবর্তিত। এই গবেষণায় যে মূল গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে

তা সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফী। এই অংশে ধাপে ধাপে গবেষণা পদ্ধতির বিকাশকে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

সামগ্রিকতার পরপারে, খন্ডিত এথনোগ্রাফিক স্থান হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া

ইন্টারনেট একটি হযবরল জায়গা। বিশেষ করে যখন সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক প্রতিরোধের অধ্যয়ন করার চেষ্টা করা হয় তখন একে সামগ্রিক স্থান হিসেবে বিবেচনা করব নাকি খন্ডিত স্থান হিসেবে সেটি জানা গুরুত্বপূর্ণ। এথনোগ্রাফিক স্থান এর ধারণাটিকে একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঐতিহ্যবাহী এথনোগ্রাফি একটি বিশেষ সমাজ বা গোত্রের মধ্যে দীর্ঘদিন বসবাসের সেই সমাজ বা গোত্রের একজন হয়ে ওঠার বিষয়ের উপর জোর দেয়। যদিও পরবর্তীতে একটি সাজানো গোছানো স্থির স্থানের ধারণা ক্রমাগত প্রশ্নের সম্মুক্ষীণ হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে মাইগ্রেশনের কথা যেখানে গবেষিতের স্থানান্তর এবং গতিশীলতা স্থানের ধারণাকে বারংবার চ্যালেঞ্জ করতে থাকে। ফলে অনুমেয় যে গবেষণার স্থান আসলে নির্মিত হয় ঘটনা এবং প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে। সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফি তাই বিশেষ ঘটনা বা 'তীব্রতা' র পাঠ হতে পারে, যা একটি গভীর, অনিয়ত ও প্রেক্ষিত নির্ভর অর্থ বা ব্যখ্যা তৈরি করতে পারে। এমনি একটি 'তীব্রতা' বা ইনটেনসিটির অধ্যয়ন হতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফি (পস্টিল ও পিংক ২০১২)।

গবেষণা স্থান হিসেবে দুই পরিসর, অনলাইন ও অফলাইনের সংযোগ

প্রশ্ন ওঠে অনলাইন এবং অফলাইন বিচ্ছিন্ন, এমন ধারণার মধ্য দিয়ে কোন ঘটনাকে বা তীব্রতাকে আদৌ কতটা বুঝতে পারা সক্ষম? বাস্তব দুনিয়ার মতই অনলাইন পরিসরও আদতে জগাখিচুড়ি। আরেকটু এগিয়ে যেয়ে বলা যেতে পারে ধরাছোঁয়া বাস্তব ও অনলাইন দুয়ে মিলেই এথনোগ্রাফিক স্থান তৈরি হয়। পস্টিল এবং পিংক (২০১২), হাইনের (২০০০) এই ধারণাকে প্রশ্ন করেন, বিশেষত যখন তিনি (হাইন) বলেন যে, 'ইন্টারনেট এথনোগ্রাফি; যখন কোন বিশেষ মিডিয়া ইভেন্টের দিকে মনোযোগ দেয় (হাইন যেটাকে ইন্টারনেট ইভেন্ট বলেন) তখন গবেষকের সেই বিশেষ এলাকায়/দেশে/স্থানে সশরীরে যাবার প্রয়োজন নেই'। হাইনের যুক্তিতে যে ফাঁকটুকু রয়ে যায় তা হল; যে বিষয় নিয়ে ইন্টারনেট এথনোগ্রাফারের আগ্রহ তা বিশেষ স্থান, কাল ও প্রেক্ষিতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ফলে বিশেষ স্থান, কাল, সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুত্ব বহন করে।

স্থানের সংজ্ঞায়ন: অফলাইন ভৌত মাঠ কীভাবে থাকে বা হয়ে ওঠে?

এই গবেষণার আগ্রহ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিতে যে অফলাইন তীব্রতা" তৈরি হয়েছিল সেটির অনুসন্ধান। কেননা হামলার খবর ছড়িয়ে পরার সাথে ঢাকার শাহবাগে, গণজাগরণ মঞ্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী জমায়েত হতে থাকেন, মশাল মিছিল করেন, মানব-বন্ধন করেন, বক্তৃতা দেন।

এই গবেষণার ভৌত মাঠ ৩রা মার্চ ২০১৮ তে ঢাকার শাহবাগ এলাকা, মুখ্যত জাতীয় জাদুঘরের সামনের অংশ, যা স্পাসিও টেম্পোরাল।

স্থানের সংজ্ঞায়ন: অনলাইন মাঠ কীভাবে নির্মিত হয়?

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিতে যে অনলাইন তীব্রতা" তৈরি হয়েছিল সেটির অনুসন্ধানে অনলাইন মাঠকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মাঠ বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট এর সমন্বয়ে গঠিত, যা বৃহত্তর বাংলা সোশ্যাল মিডিয়ার অংশ। এই মাঠ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় সম্পৃক্ত ইউজারদের তৎপরতা যেমন কমেন্ট, পোষ্ট, শেয়ারিং, রি-কমেন্টিং, টেক্সট,ভিডিও, অডিও ও ইমেজ ইত্যাদির মধ্যে সৃষ্ট। যা সোসিও টেম্পোরাল।

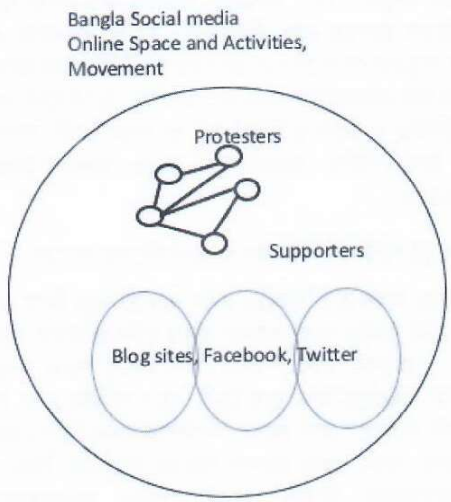

চিত্র ২: অনলাইন মাঠ (গবেষকের তৈরি)

অনলাইন ও অফলাইন সোসিও এবং স্পাসিও টেম্পোরালিটি ও প্রেক্ষিতের গুরুত্ব

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সেটির একটি আর্কাইভ সোশ্যাল মিডিয়া ঘেঁটে খুঁজে বের করা সম্ভব হলেও সেই সময়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে যেমন ঢাকার শাহবাগে কিংবা সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) প্রতিবাদকারীদের আচরণ কি ছিল? সেটার আবহ কেমন ছিল? কীভাবে প্রতিবাদগুলো সংগঠিত হচ্ছিল? কীভাবে ছোট ছোট বয়ানগুলো তৈরি হচ্ছিল এমন বিষয়গুলোর প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সনাক্ত করা দুরুহ হয়ে পড়ে। বয়ান এবং তৎপরতাসমূহকে প্রেক্ষিতবিহীনভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেন একজন আন্দোলনকারী মনে করছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে তৎপর থাকা

গুরুত্বপূর্ণ, সোশ্যাল মিডিয়া ইভেন্ট তৈরি করা দরকার? কেনইবা আন্দোলনকারী নন এমন কেউ মনে করছেন যে সোশ্যাল মিডিয়াতে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে প্রতিবাদে যোগদান করা গুরুত্বপূর্ণ? এ ধরনের নানান তৎপরতা কোন অর্থ তৈরি করে সেগুলো বোঝার জন্য অনলাইন ও অফলাইনের যোগাযোগ বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থাৎ গবেষণার প্রশ্ন ও আগ্রহের ভিত্তিতে গবেষকের সশরীর উপস্থিতি এবং অফলাইনে সরাসরি পর্যবেক্ষণের বিষয়টি জড়িত। এই উপস্থিতি কি কেবল বস্তুগত স্থানেই (ধরাছোঁয়ার যায় এমন স্থান, যেমন শাহবাগ) সীমাবদ্ধ নাকি ঠিক একই সময়ে অনলাইনে উপস্থিতি ও আচরণ (গবেষকের এবং গবেষিতের) সমান গুরুত্ব রাখে? গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে প্রতিবাদকারীদের অনলাইন তৎপরতা অফলাইনের মতই গুরুত্বপূর্ণ।

ফলে গবেষণা স্থান হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া কেমন তা নির্ভর করে গবেষণা পদ্ধতি ও প্রায়োগিক গবেষণা কৌশলের উপর। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে পাঠ করা হয় দুইভাবেঃ ১. ওয়েব কন্টেন্ট বিশ্লেষণ (গুণবাচক ও পরিসংখ্যানগত) ২. সোশ্যাল নেটওয়ার্কের বিশ্লেষণ। যদিও কেবল কন্টেন্ট ও নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ পর্যাপ্ত নয়। কেননা গবেষক ও গবেষিতের নানান আচরণ, সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার অর্থ তৈরিতে অনলাইন ও অফলাইন দুই পরিসরের যোগাযোগকে বুঝতে পারা জরুরী। এ বিষয়টি বিশেষভাবে মনোযোগের দাবী রাখে যখন গবেষণার স্থান, ঘটনা ও পাত্রপাত্রী স্থির নন।

উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনের কথা। এটিতে যেমন একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ স্থানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন আবার একটি নির্দিষ্ট সময় পরে তারা আর সেখানে থাকেন নি। ভৌত স্থানের নামকরণও অর্থ পাল্টে গেছে। শাহবাগ নামক স্থানটি সেখানে আছে ঠিকই, কিন্তু বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের যে তৎপরতা তা আর সেখানে নেই, সময়ের সাথে বদল ঘটেছে। আন্দোলন পরবর্তী সময়ে শাহবাগ একটি চৌরাস্তার মোড় হিসেবে যেমন রয়েছে তেমনি প্রতিবাদ আন্দোলনের একটি স্থান হিসেবেও পুনঃ পুনঃ গুরুত্ব পেয়েছে। এটির কাঠামোগত অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। পাঁচ বছরে শাহবাগের একটি অংশকে প্রজন্ম চত্ত্বর হিসেবে নামকরণ হয়েছে, শাহবাগ মোড়ে ফুটওভার ব্রীজ তৈরি হয়েছে, প্রজন্ম চত্ত্বর নামক স্থানটির কাছে একটি বিশাল টেলিভিশন পর্দা বসানো হয়েছে এবং ছবির হাট-কে (২০১৪ সালে) সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফী

সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফীতে যুক্ত হয় নানান রকমের গবেষণা কৌশল, যার মধ্যে রয়েছে অনলাইন ও অফলাইন মাঠে অংশগ্রহণমূলক নিরীক্ষা, দীর্ঘ ইন্টারভিউ, ঘটনার ভৌত স্থানে ইন্টারভিউ, আড্ডা, অনলাইন পর্যবেক্ষণ, ফলো করা, আর্কাইভ করা ইত্যাদি। গবেষণার কৌতুহলের সাথে সাথে এই এথনোগ্রাফীতে নানান গবেষণা কৌশল যুক্ত ও বিযুক্ত হতে থাকে। যেমন ভৌত মাঠে স্নোবল স্যাম্পলিং এর মধ্য দিয়ে আমি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দাতার সন্ধান পেয়েছি আবার একইসাথে অনলাইন মাঠে তাদের

সাথে যুক্ত হবার চেষ্টা করেছি। যার ফলে আমি ভৌত মাঠ থেকে দূরে থাকলেও তথ্য দাতার সাথে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আবার তাঁর অনলাইন তৎপরতাকে অনুসরণ করে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় পরিষ্কারও হয়েছে। ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফী বাঁধাধরা গবেষণা কৌশলের সাথে সাথে নতুন নতুন কৌশল অর্জনেরও একটি ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, যা প্রকৃত প্রস্তাবে গতিশীল, সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফী একটি গতিশীল নির্মিয়মান প্রক্রিয়াও বটে।

সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফীর মাঠকর্ম

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনার অফলাইন মাঠকর্ম সম্পাদিত হয়েছে, ৩রা মার্চ ২০১৮ থেকে ৬ই মার্চ ২০১৮ এর সময়কালে। এই সময়ে আমি ঢাকার শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ আয়োজিত প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করি, প্রতিবাদকারীদের ইন্টারভিউ নেই। শ্লোগান রেকর্ড করি। ছবি তুলি এবং ভিডিও করি। এছাড়া অনলাইন থেকে অফলাইন প্রতিরোধের যাত্রাটিকে বোঝার জন্য মূল তথ্যদাতার বাসা থেকে, (ঘটনাক্রমে আমি হামলার ঘটনার আগেই তার বাসায় ছিলাম, ফেইসবুকে এই হামলার ঘটনার কথা জানতে পারি) প্রতিবাদের ভৌত স্থান শাহবাগে যাই এবং তাকে অনুসরণ করে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ থেকে সামষ্টিক প্রতিরোধের অভিযাত্রাটি বোঝার চেষ্টা করি।

অনলাইন মাঠকর্মও একই সাথে চলতে থাকে। মূল তথ্যদাতার অনলাইন তৎপরতা চিহ্নিত করি। তিনি কোন ধরনের স্ট্যাটাস লিখছেন, কখন লিখছেন সেটির প্রতিক্রিয়া কীভাবে ঘটছে সেগুলো বোঝার চেষ্টা করি এবং সংরক্ষণ করি। অনলাইন মাঠকর্মের সময়কাল ৩রা মার্চ অবধি এখন পর্যন্ত বিস্তৃত। এরমধ্যে ৭৬টি ফেইসবুক প্রোফাইল, ফেইসবুক পেইজ, ফেইসবুক গ্রুপ, ব্লগ প্রোফাইল, টুইটার একাউন্ট যা ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত তা লক্ষ্য করি। একই সাথে এসবে সংগঠিত তৎপরতাও সংরক্ষণ করি। আমি সোশ্যাল মিডিয়ার সংমিশ্রিত এথনোগ্রাফীর পাঁচটি চর্চাও অনুসরণ করি, এগুলি হলঃ ১.ক্যাচিং আপ, ২. শেয়ারিং, ৩. এক্সপ্লোর করা, ৪. ইন্টার‍্যাক্ট করা, ৫. আর্কাইভ করা।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহের একটি জিনিওলজি তৈরির চেষ্টা

এই গবেষণায় তথ্যদাতার ভাষিক ইতিহাস, ইন্টারভিউ, ও ব্যক্তিগত স্মৃতি এবং আর্কাইভাল অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রতিরোধের সোশ্যালিটির জিনিওলজি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে যাতে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার অনলাইন সোশ্যালিটিকে বোঝা যেতে পারে।

গবেষণার নৈতিক চ্যালেঞ্জ, গবেষক ও গবেষিতের ঝুঁকি এবং মোকাবিলার কৌশল

গবেষিতের পরিচয় সংকট ও সম্ভাবনা

সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী, নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছে। কেননা গবেষণা স্থানের ধারণাটিকে সোশ্যাল মিডিয়া ক্রমাগত পাল্টে দিচ্ছে। মনে রাখতে হবে এই বিষয়টিও যে সোশ্যাল মিডিয়া নিজেও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। বুঝতে হবে সমাজের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ার সম্পর্ককে। ফলে একজন নৃবিজ্ঞানী, যিনি কোন একটি সামাজিক ঘটনা ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী তার যেমন প্রযুক্তির ধরন ও বিকাশকে বুঝতে হবে তেমনি এর স্থানিকতাকেও বুঝতে হবে। প্রযুক্তির বিকাশের স্থানিকতা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সোশ্যাল মিডিয়া একইভাবে বিকশিত হয়নি (মিলার, ২০১৬)। এই বোঝাপড়া গবেষণার আগ্রহ অনুপাতে দুই পরিসর, অর্থাৎ অনলাইন এবং অফলাইনের মধ্যকার যোগাযোগকে অর্থপূর্ণভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

ইন্টারনেট গবেষণায় নৈতিক অনুশাসনের বোঝাপড়া ও মোকাবেলা

বেশ অনেকটা সময় ধরেই, অনলাইন গবেষণায় নৈতিকতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তর্কের জন্ম দিয়েছে। মিলার (২০১৮) যুক্তি দিচ্ছেন যে, গবেষণার এই নতুন পরিসর" নতুন ধরনের নৈতিক অবকাঠামোর দাবী রাখে। যদিও ইন্টারনেট গবেষণার নৈতিক অবকাঠামো নিয়ে ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের এও মনে রাখতে হবে যে সামাজিক গবেষণার অনলাইন অবকাঠামো; সামাজিক গবেষণার অফলাইনে প্রতিষ্ঠিত দিক-নির্দেশনাগুলি দ্বারা গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

সামাজিক গবেষণার নৈতিক অনুশাসন

ঐতিহ্যগতভাবে সামাজিক গবেষণায় (অফলাইন), এমন দিক নির্দেশনাগুলো আসে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, একাডেমিক কাউন্সিল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রমূখের কাছ থেকে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে, অস্ট্রেলিয়ান রিসার্চ কাউন্সিল, কমিটি অফ এথিকস (ইউ. কে.), আমেরিকান এন্থ্রোপলজিক্যাল এসোসিয়েশন, রিচার্স এথিকস কমিটি অফ জাপান, কোড অফ রিসার্চ এথিকস হিরোশিমা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। এরই সাথে গবেষক হিসেবে এও মনে রাখা দরকার যে গবেষণার নৈতিক এবং আইনি অবকাঠামোর মধ্যকার সম্পর্ক সকল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এক নয়। সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফীর নৈতিক অনুশাসন কেন্দ্রীক বোঝাপড়ার জন্য তাই গুরুত্বপূর্ণ হল, গবেষণা পদ্ধতি, বিশেষ গবেষণার প্রেক্ষিতে গবেষকের সাথে গবেষিতের সম্পর্ক এবং সর্বপোরি গবেষণা স্থান" সম্পর্কিত ধারণাসমূহের মধ্য দিয়ে।

নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায়, এথনোগ্রাফারের সাথে গবেষিত মানুষজনের একটি বিশ্বস্ত সম্পর্ক তৈরি হওয়ার ঘটনা হরহামেশাই ঘটে। এই বিশ্বস্ততার সম্পর্ক নির্মাণ কেবল

পদ্ধতিগতভাবেই জরুরী এমনটা নয়, পুরো গবেষণার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেট গবেষণার ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে ইন্টারনেট গবেষণার জন্য কেন নতুন নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োজন? ওয়ালথার (২০০২) যুক্তি দিচ্ছেন যে ইন্টারনেট গবেষণার অনেক বৈশিষ্ট্যই অন্যান্য মাধ্যমের মতই, এমনকি অফলাইন গবেষণার মতই। যদিও, ফ্র্যাঙ্কেল ও সিয়াং (১৯৯৯) এর বিপরীত যুক্তি হল, মানুষ অনলাইনে তার পরিচয় ভিন্নভাবে উপস্থাপণ করতে পারেন। যার মানে দাঁড়ায় গবেষিত, তার পরিচয় এমনভাবে লুকাতে পারেন বা উপস্থাপণ করতে পারেন যা পরিশেষে গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে।

ইন্টারনেট গবেষণায় 'মাঠ' ও নৈতিক অনুশাসন

ইন্টারনেট গবেষণায় নৈতিক অনুশাসন নিয়ে এই চলমান তর্কের কেন্দ্রীয় যে ভর তা হল, প্রযুক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক। ইন্টারনেট, বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় ধরনের পরিবর্তন করে চলেছে, যে বিষয়ে গবেষকের মনোযোগ দেয়া ও সচেতন থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করে দেখুন, ফেইসবুক যখন একটি গবেষণা স্থান তখন গবেষকের জন্য ভূগৌলিক সীমানা অতিক্রম করা অনেক সহজ হয়ে গেছে। গবেষক যখন, কোন একটি অনলাইন, অফলাইন, বা অনলাইন ও অফলাইন মিশেল ঘটনার অনুসন্ধান করতে চান তখন তাকে সবসময় ভৌত বা কায়িক (ফিজিক্যাল) স্থানে থাকতে হচ্ছে না। অর্থাৎ তিনি অনলাইনে থাকলেও, গবেষণার বিশেষ ঘটনা বা প্রপঞ্চের প্রতি মনোযোগী হলে আসলে মাঠে" থাকছেন, অন্তত আংশিকভাবে হলেও থাকছেন।

যেই 'মাঠ' আসলে নির্মিত হচ্ছে অনেকটাই গবেষকের আগ্রহ ও চলমান ঘটনার উপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রথাগত যেই মাঠের" ধারণা, সেটি সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফিতে ভিন্ন আকার লাভ করেছে। গবেষকের মাঠ" নির্মাণে অংশগ্রহণকারী কেবল নন, নির্মাতাও বটে। ইন্টারনেট গবেষণায় মাঠ" বিষয়ক যদি গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটি ধাপের কথা বিবেচনা করি তাহলে হয়ত বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কার হবে। সেই বিষয়টি হল, গবেষক নিজে কীভাবে মাঠ"-কে প্রভাবিত করেন। প্রথাগত নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ তর্ক হল এথনোগ্রাফির বিবরণিতে নিজ"-কে হাজির রাখা। সাংস্কৃতিক অনুবাদের যে কাজটি নৃবিজ্ঞানী করে থাকেন তাতে নিজ"-কে হাজির রাখার মধ্য দিয়ে আসলে রিফ্লেক্সিভ নৃবিজ্ঞান চর্চার বিস্তৃতি ঘটে। গবেষণায় গবেষক ও গবেষিতের ক্ষমতা সম্পর্কের খোলাশাকরণ সম্ভব হয়। সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফিতে বিষয়টি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে কেননা, এই মাঠে" গবেষক নিজেই পরিস্থিতির সহ-নির্মাতা। মাঠের" অনুবাদক হিসেবে অফলাইন গবেষণায় 'সত্য' নির্মাণের যে অমিমাংসীত তার্কিক ঐতিহ্য সেটিতে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফি নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে একটি পরিস্থিতির কথা। ধরে নেয়া যাক গবেষক কাজ করছেন, বাংলাদেশে, শাহবাগ পরবর্তী অনলাইনে বাক-স্বাধীনতা" এই বিষয়টি নিয়ে। গবেষক নিজে এখানে কেবল, পর্যবেক্ষক, কিংবা অংশগ্রহণকারী কেবল নন; তিনি পরিস্থিতির নির্মাতাও বটে। তিনি অনলাইনে এমন

কোন আচরণ করলেন যা গবেষণার বিভিন্ন ভিত্তিমূলক অংশকে নড়বড়ে করে দিতে পারে যেমনঃ গোপনীয়তা, বিশ্বস্ততা, নামহীনতা ইত্যাদি। তিনি নিজে ফেইসবুকে এমন কোন স্ট্যাটাস লিখলেন যেটির কারণে তিনি নিজে কড়া নজরদারির আওতায় চলে আসতে পারেন আবার গবেষিতের সাথে সম্পর্কের গোপনীয়তাকেও ব্যাঘাতগ্রস্ত করতে পারেন। বিশেষ পরিস্থিতিতে হয়ত তিনি নিজেই ৫৭ ধারা, বা সাম্প্রতিক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার শিকার হতে পারেন, যা পরিশেষে গবেষক এবং গবেষিতের বাক-স্বাধীনতাকে ব্যাঘাতগ্রস্ত করতে সক্ষম। অর্থাৎ গবেষক নিজেই বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও দুর্বলতা তৈরি করতে পারেন। অন্যদিকে গবেষক সোশ্যাল মিডিয়াতে মতামত তৈরি, আলোচনা উস্কে দিয়ে গবেষণাকে পক্ষপাতদুষ্ট করতে পারেন। ফলে লক্ষণীয় যে সোশ্যাল মিডিয়া, রিফ্লেক্সিভ নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেও নতুন ধরনের ঝুঁকি ও সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। নতুন ধরনের ঝুঁকি ও ঝুঁকি মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছে।

'মাঠ'ঃ বৈশ্বিকতার স্থানিকতা, নৈতিকতার প্রেক্ষিত-নির্ভরতা

ইন্টারনেট গবেষণার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি নতুন রকমের, কেননা গবেষণা স্থান হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়া একই সাথে বৈশ্বিক এবং স্থানিক, যেটিকে চিহ্নিত করা হয় 'গ্লোকাল' ধারণার মধ্য দিয়ে। ফলে নৈতিক এবং আইনগত বিবেচ্য বিষয় কিংবা প্রত্যাদেশ এসবের মধ্যকার সীমারেখা এই নতুন পরিসর-এ ঘোলাটে হয়ে পড়ছে। কেননা গবেষণার নৈতিক কাউন্সিলের নির্দেশনা বা পেশাগত আচরণবিধির সাথে সাথে এটাও মনে রাখা দরকার যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের তথ্য প্রতিরক্ষা এবং গোপনীয়তার ভিন্ন ভিন্ন আইন এবং বিধি রয়েছে কখনো কখনো সেটি নেইও। সেই আইন এবং বিধির প্রয়োগেও রয়েছে ভিন্নতা। আর তাই গবেষকের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনী বিধিনিষেধের বাইরে, বিশেষ প্রেক্ষিতে চিন্তা করতে পারাটা গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেক্ষিতকে (যা অনলাইন ও অফলাইনের মিথষ্ক্রীয়ায় সৃষ্ট) চিহ্নিত করতে পারা সেটির এথনোগ্রাফিক বর্ণনা দেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সেটি গবেষণার বহুমাত্রিক অনন্যতাকে পাঠকের সামনে হাজির করে। আবার ঝুঁকি উপলব্ধি ও মোকাবিলা কৌশলকে প্রেক্ষিত-নির্ভর সম্ভাবনাময় 'সত্য' হিসেবে তুলে ধরে। কেননা আইন এবং বিধির প্রয়োগ, বিশেষ সংস্কৃতি ও প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে ভিন্ন। একইসাথে গবেষকের বৈশ্বিক বোঝাপড়াও জরুরী যাতে তিনি গবেষিতের 'গোপনীয়তার' মূল্যবোধকে সাংস্কৃতিক স্থানিকতার সাথে তুলনামূলকভাবে বুঝতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে গবেষকের সব সময়ই, 'গোপনীয়তার' ও 'বাকস্বাধীনতার' একটি উপযুক্ত ভারসাম্য রাখতে হয় যেখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী যাতে কোন ক্ষতির" সম্মুখীণ না হন (ফ্রাই, ২০০৬; নাকাডা ও তামুরা, ২০০৫)।

এই গবেষণায় প্রেক্ষিত-নির্ভর নৈতিকতাঃ ঝুঁকি ও ঝুঁকি মোকাবিলা

ইন্টারনেট গবেষণায় নৈতিক অনুশাসনের বোঝাপড়ার উপরোক্ত আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক একারণে যাতে এই গবেষণার ঝুঁকি ও সেটির মোকাবিলার ভিত্তিমূলক বোঝাপড়াটি

পরিষ্কার হয়। এই গবেষণায় এসোসিয়েশন অফ ইন্টারনেট রিসার্চারস (এওআইআর) নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতিমালা ও আমেরিকান এন্থ্রোপলজিক্যাল এসোসিয়েশন এর নৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। এসোসিয়েশন অফ ইন্টারনেট রিসার্চারস (এওআইআর) এর নীতিমালা গবেষকের প্রেক্ষিত-নির্ভর নৈতিক সিদ্ধান্তের উপর জোর দিয়েছে। আর এজন্যই গুরুত্ব পেয়েছে প্রেক্ষিতের বিষয়ে সংবেদনশীল থাকার বিষয়টি।

ঝুঁকি-প্রেক্ষিতের বিবরণ

বাংলা একাডেমী পুরুষ্কার প্রাপ্ত ও জনপ্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটি ঘটে ৩রা মার্চ ২০১৮তে। অধ্যাপক জাফর ইকবাল বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞান কল্প-কাহিনী লেখক যেমন, তেমনি 'মুক্তবুদ্ধি', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'প্রগতিশীল' ও 'অসাম্প্রদায়িক' বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার জন্যও খ্যাতিমান ও জনপ্রিয়।

গবেষণার বিষয় ও স্থানের সম্ভাব্য ঝুঁকি-প্রেক্ষিত

অধ্যাপক জাফর ইকবাল ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলনের একজন সোচ্চার সমর্থক; যিনি শাহবাগ আন্দোলনের পূর্বেও যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবী নিয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সাস্ট)-এর কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন জনপ্রিয় শিক্ষক, তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিন হকও সাস্ট এর শিক্ষক। এছাড়া তাঁর অন্য একটি পরিচয় হল তিনি বাংলাদেশের আরেক জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদ এর ভাই। বিজ্ঞান কল্প-কাহিনী লেখক হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও ক্রমান্বয়ে তিনি বুদ্ধিজীবি হিসেবে পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা কমিটির একজন সদস্য। খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবি ও অনেকের কাছে 'জাতির বিবেক' হিসেবে পরিচিত হলেও, পাবলিক মানসে তার এই গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণ প্রশ্নাতীত নয়, কখনো কখনো তিনি বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট এমন অভিযোগও রয়েছে। জানা গেছে যে তাঁকে আক্রমণকারী মাদ্রাসা শিক্ষার্থী। আক্রমণকারী ফয়জুর রহমান তাঁর মাথার পেছনে তিনবার ছুরিকাঘাত করে এবং র‍্যাবের কাছে স্বীকারোক্তি দেয় যে সে অধ্যাপক জাফর ইকবালকে আক্রমণ করে কারণ সে মনে করে জাফর ইকবাল 'ইসলামের শত্রু' (লাবু, ২০১৮)। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে 'সেক্যুলার আত্মপরিচয়' ও 'ইসলামী আত্মপরিচয়' খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রপঞ্চ। নানান ঐতিহাসিক পরিক্রমায় এই দুই আত্মপরিচয়কে আপাত দৃষ্টিতে মুখোমুখি অবস্থানে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই মুখোমুখি অবস্থান সহজাত, নাকি নির্মিত তা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তবে এই আত্মপরিচয়ের মোকাবিলা যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক নয় বরং আক্রমণাত্মক নৃশংসও বটে সেটাও ভাবা যেতে পারে।

বিশেষত, ২০১৩ সাল থেকে ইসলামে 'শত্রু' ও 'নাস্তিক' দাবী করে নানান সংগঠন কতৃক লেখক, প্রকাশক, ব্লগার, শিক্ষক, ভিন্ন মতালম্বী, বিদেশী নাগরিক প্রমূখের

নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনা নিয়মিত ভাবে ঘটছে। এরই ফলাফল হিসেবে অনেক ব্লগার,লেখক, প্রকাশক দেশান্তরিও হয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনা ইসলামী জঙ্গিবাদী" আক্রমণের ধারাবাহিকতা হিসেবে যেমন তেমনি ভিন্নভাবেও পাঠ করা যেতে পারে। তবে ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায় অধ্যাপক জাফর ইকবাল বেশ দীর্ঘ সময় ধরেই এমন হুমকি পেয়ে আসছিলেন। ২০১৫ সালের ১২ ই মে সিলেটের ব্লগার অনন্ত বিজয় দাশ খুন হন। ব্লগে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখালেখির জের ধরে তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর থেকেই অধ্যাপক জাফর ইকবালকে পুলিশি নিরাপত্তা দেয়া হয়। ২০১৫ সালের ২২শে মে তাকে জীবন-নাশের হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠায় জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। ২০১৬ সালের ১৩ই অক্টোবর একই সংগঠন, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এর কাছ থেকে এসএমএস-এ জীবন-নাশের হুমকি পান তাঁর স্ত্রী ইয়াসমিন হক। অধ্যাপক ইকবাল ২০০৯ সালেও নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর কাছ থেকে প্রাণ-নাশের হুমকি পান। সাম্প্রতিক সময়ে ব্লগার আসিফ মহিউদ্দীন, রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, বন্যা আহমেদ, আশিকুর রহমান বাবু এমন আরো অনেকে। কিন্তু হুমকি এক পাক্ষিক নয় গবেষকের মনে রাখা দরকার যে হুমকি নানান তরফ থেকে আসতে পারে। অর্থাৎ গবেষণা স্থান হিসেবেও বাংলা সোশ্যাল মিডিয়া ঝুঁকিপূর্ণ মাঠ।

যেমন লক্ষণীয় যে কেবল ব্লগার হত্যাকান্ডই নয়, ২০১৩ সালে সংশোধিত, তথ্য-প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এর ৫৭ ধারা এবং সাম্প্রতিক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনলাইনে বাক স্বাধীনতার পরিসরকে নানাভাবে খর্ব করছে স্ব-সেন্সরশিপের একটি কূচক্রও তৈরি করেছে; এমন যুক্তি ও উদাহরণও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। লক্ষণীয় যে ৫৭ ধারা এবং সাম্প্রতিক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশ্লিষ্ট মামলায় স্ক্রীণ শটকে" প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৩, ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকারের কথা বলা হলেও তা ভাসাভাসা এবং যুগোপযোগী নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, নাগরিকের তথ্য জানবার অধিকার দিলেও ব্যক্তির তথ্য, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজারদের তথ্য রক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষার কোন আইন প্রতিষ্ঠিত করেনি।

গবেষক হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে যে অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয় বরং একটি ধারাবাহিকতার অংশ। যদিও এই আপাত ধারাবাহিকতাকে সতর্ক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কেবল কোন অর্থ হাজির করা সম্ভব হবে।

গবেষিতের ঝুঁকি-প্রেক্ষিত

অপরদিকে, গবেষণার মূখ্য তথ্যদাতা জাকির (ছদ্ম নাম) যিনি নানান ধরনের অনলাইন ও অফলাইন রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে যুক্ত। তাঁর নিরাপত্তা, গোপনীয়তা ও নামহীনতার বিষয়টিও এই গবেষণার কেন্দ্রীয় একটি বিষয়। কেননা রাজপথের রাজনীতিও এ্যাক্টিভিজমের সাথে সাথে তিনি নানান বিষয় নিয়ে অনলাইনেও সোচ্চার। ঐতিহাসিকভাবে তিনি বাংলা সোশ্যাল মিডিয়ার পুরোনো একজন ব্লগার এবং অনলাইন

এ্যাক্টিভিস্ট। একইসাথে ২০১৩ সাল থেকে গণজাগরণ মঞ্চের সাথে সম্পৃক্ত। গবেষণার ইন্টারভিউ থেকে জানতে পারি যে গত কয়েক বছরের ব্লগার হত্যাকান্ডের সময় তিনি নিজেও এসএমএস এ জীবননাশের হুমকি পেয়ে এসেছেন। যদিও এমন হুমকির মধ্যেও তিনি তাঁর নাগরিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা অনলাইন ও অফলাইন উভয় পরিসরে জারি রাখছেন। তিনি বাংলা সোশ্যাল মিডিয়ার একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক ও মতামত তৈরিকারীদের একজন যারা অনলাইন ও অফলাইন উভয় পরিসরের সক্রিয়।

গবেষণার ঝুঁকি মোকাবিলার চেষ্টা

গবেষিতের ঝুঁকি মোকাবিলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমি জাকিরকে এই প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করি এবং তাঁকে এই লেখাটি সরবরাহ করি। তাঁকে পরিস্থিতির সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে জানাতে থাকি যাতে তিনি গবেষণার সম্ভাবনা ও ঝুঁকি অনুমান করতে পারেন। জাকিরকে আমার উপলব্ধি ও শংকাও জানাতে থাকি। এই গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানানোর সাথে সাথে আমি এর গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে সাম্যকভাবে জানাতে থাকি। গবেষিতের নামহীনতা এবং পরিচয় গোপনের বিষয়টি নিয়ে কথপোকথনে তিনি জানান, এখানে (প্রবন্ধে) এমন কিছু নেই যা মানুষ পাবলিকলি জানে না, ফলে আমার নাম পরিচয় ও পোষ্ট ব্যবহার করা যেতে পারে"। এরপরও আমি তাঁকে সম্ভাব্য পরিস্থিতিগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করি এবং ছদ্মনাম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেই। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, তা হল গবেষক ও গবেষিতের বিশ্বস্ততার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের যোগাযোগ ও বন্ধুত্বের ফলাফল। এই সম্পর্কের ক্ষমতা ভারসাম্যে গবেষিতের আন্তরিকতা ও সাহসীকতা গুরুত্বপূর্ণভাবে এই প্রবন্ধ রচনাকে সম্ভব করে তুলেছে। ফলে গবেষণার ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে এই বিশ্বস্ত সম্পর্ক নির্মাণ ও রক্ষা কেবল গবেষণা কৌশল নয় বরং গবেষকের নৈতিক দায়িত্বও বটে। সোশ্যাল মিডিয়া ও সামাজিক আন্দোলনের মত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী নৃবিজ্ঞানীর জন্য গবেষিতের সাথে বিশ্বস্ত ও আন্তরিক সম্পর্ক নির্মাণ আবশ্যক।

গবেষণা নিয়ে আলাপচারিতায় মূল তথ্যদাতা প্রবন্ধ প্রকাশে সম্মতি দেন। তাঁর প্রকাশিত অনলাইন কন্টেন্ট প্রবন্ধে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি সম্মতি দেন। গবেষণায় যেসব ছবি এবং স্ক্রীণশট ব্যবহার করা হয়েছে তা গবেষকের নিজের সংগ্রহ ও মূল তথ্যদাতার অনুমতিক্রমে এবং বাকীদের কন্টেন্ট পাবলিক পরিসরে প্রকাশিত কন্টেন্ট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফারের জবানবন্দি

২০১৮ এর ৩রা মার্চ বিকেলে, আমি যখন গবেষণার মুখ্য তথ্য প্রদানকারী জাকিরের (রাজনৈতিক কর্মী ও শাহবাগ এ্যাক্টিভিস্ট) বাসায়, তখনি ফেইসবুকে খবর আসল যে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলা হয়েছে। প্রথমে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোটভাই, সাংবাদিক ও ফেইসবুক বন্ধু মনিরের পোষ্ট থেকে প্রথম জানতে পারলাম এই হামলার খবর, পেছন থেকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। প্রচলিত গণমাধ্যমে তখনো খবর আসেনি। খবরের সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বেঁচে আছেন কিনা জানার জন্য সিলেটে অবস্থানরত আরেক রাজনৈতিক কর্মীকে ফোন দিলেন জাকির। ফেইসবুকে প্রতিবাদ জানিয়ে স্ট্যাটাসও দিলেন জাকির । জাকির লিখলেন, ঘৃণা জানাই এই আক্রমণের.., বেঁচে থাকুন জাফর ইকবাল...'

ইতোমধ্যে জাকিরের ফোন ক্রমাগত ব্যস্ত হয়ে উঠছে, একের পর এক ফোন আসছে। শাহবাগে একটি মশাল মিছিল আয়োজনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। আয়োজন করছে গণজাগরণ মঞ্চ, প্রগতিশীল ছাত্রজোট, ছাত্র-প্রকাশক-লেখক। এদিকে মোবাইল ফোনে এসএমএস এল আরেকজনের কাছ থেকে, গণজাগরণ মঞ্চ একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করেছে।

আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম, গন্তব্য শাহবাগ। জাকিরের বন্ধুও আমাদের সাথে যোগ দেবেন। তার জন্য ধানমন্ডিতে এ অপেক্ষা করছি। অপেক্ষার মধ্যেই আমাদের দেখা হয়ে গেল জাকিরের আরেকজন পরিচিত-র সাথে। জাকিরের কাছ থেকেই মুখে মুখে তিনি খবরটা জানলেন এবং হাতের কাজ ফেলে শাহবাগে যেতে মনস্থির করলেন। আমি আর জাকির তাঁর বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে বারবার ফেইসবুক চেক করতে থাকলাম। পোষ্টের প্রতিক্রিয়া কি, বাকীরা কি বলছেন, পোষ্টে নতুন কি লেখা যায়, পোষ্টের ভাষা কি হবে এ নিয়ে আলাপ চলছে। এরমধ্যে জাকিরের বন্ধু এলেন। আমার তিনজনে সিএনজি ঠিক করে শাহবাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। গম্ভীর মুখে আমরা এই হামলার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করছি, নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছি, ক্রমাগতভাবে ফোন আসছে, ফোনে জানা গেল মিছিল শুরু হতে দেরী হবে, সন্ধ্যা সাতটার বদলে সময় আটটা করা হয়েছে, আমাদের চোখ আটকে আছে স্মার্টফোনের স্ক্রীণের দিকে। ফেইসবুক ক্রমাগত ভরে উঠছে ক্ষোভে ভরা স্ট্যাটাসে, আক্রমণকারীর অজ্ঞান ছবিতে। আমরা তখনো রাস্তায়, ৩রা মার্চ শনিবার সন্ধ্যা, ২০১৮, ঢাকার রাস্তায় তীব্র যানজট।"

হামলার ঘটনায় 'প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য'

প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্যের ধারণা বিশেষভাবে কার্যকর যখন সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফার কোন ঘটনার 'তীব্রতার' অধ্যয়ন করেন। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় কেবল নয়, কোন আন্দোলন বা জমায়েত এর ক্ষেত্রেও এমন তীব্রতা দেখা যায়। যখন নানান গোত্রের, পেশার, শ্রেণীর, লিঙ্গের মানুষ একত্রিত হন আবার পরবর্তীতে বিশ্লিষ্টও হন। সবুর (২০১৩) শাহবাগ আন্দোলন বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, 'শিশুরা, তাদের পিতামাতারা, শিক্ষার্থীরা, পেশাজীবিরা, বুদ্ধিজীবিরা, এ্যাক্টিভিস্টরা একের পর এক আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন এবং শাহবাগের চেতনায় উজ্জীবিত হচ্ছেন।' এই যে উজ্জীবিত হওয়া, এই যে ঐক্য বোধ করা, এটি বিশেষ প্রেক্ষিতের ঐক্য। আবার

আন্দোলনের মাঝামাঝিতে ব্লগার রাজীব হায়দারের হত্যা, এবং এ নিয়ে 'ব্লগার মানেই নাস্তিক' প্রোপাগান্ডা আন্দোলনের জন সমর্থনকে বিভাজিত করেছে। ঐক্যকে ভেঙ্গে দিয়েছে (হক, ২০১৫; সবুর, ২০১৩; ওয়াসিফ, ২০১৩)।

শাহবাগ পরবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন ইস্যুগুলো এমন প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্যের উদাহরণ হতে পারে, যেমনঃ সুন্দরবন বাঁচাও, তনু হত্যা, পাহাড়ে আদিবাসী ধর্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কোটা আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন এমন নানানকিছু। যদিও মনে রাখতে হবে যে এই প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য কেবল হুট করে নয় বরং দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের, লড়াই সংগ্রামের যূথবদ্ধতার একটা অংশ হতে পারে। এই ঐক্য অনৈতিহাসিকও নয়। মনে রাখতে হবে যে এই প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য কোন ধরনের ফলাফল আনবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। সেক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটিকে 'তীব্রতার' পাঠ হিসেবে গ্রহণ করলে কিছু জরুরী প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে সোশ্যাল মিডিয়া এমন ধরনের এমন প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্যের নতুন বিন্যাস তৈরিতে সহায়তা করছে।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় যারা নিন্দা জানিয়েছেন তারা কি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত? তাদের সকলে রাজনৈতিক অবস্থান কি এক? তারা কি সবাই সংগঠিত? কীভাবে সংগঠিত? কারা সংগঠিত কারা নন? তারা কি সবাই একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী? তারা কি সবাই একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস রাখেন? তারা কি সবাই একই স্থানে বসবাস করেন? হামলার প্রতিবাদকারীরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে একটি বিশেষ ইস্যুতে ঐক্য বোধ করছেন। যেই ঐক্য ছাপিয়ে যাচ্ছে ভূগৌলিক সীমারেখা। তারা একই গোষ্ঠীর বা একই শ্রেণীর বা একই বিশ্বাসের নন। অর্থাৎ সোশ্যাল মিডিয়া ঐক্য বোধ করা এবং তৎপরতার এমন পরিসর তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যেখানে ইউজার নানান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন।

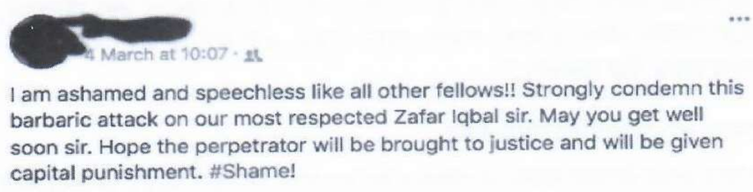
[redacted] 4 March at 10:07 ·

I am ashamed and speechless like all other fellows!! Strongly condemn this barbaric attack on our most respected Zafar Iqbal sir. May you get well soon sir. Hope the perpetrator will be brought to justice and will be given capital punishment. #Shame!

চিত্র ৩ঃ একজন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার যিনি বিদেশে থাকেন, যিনি ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তার স্ট্যাটাসের মাধ্যমে, (স্ক্রিনশট, ফেইসবুক)।

দেখা যাচ্ছে যে কোন ঘটনাকে ঘিরে প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্যের ভিত্তিতে মানুষজন একত্রিত হবার সম্ভাবনা রাখেন অনলাইনে এবং অফলাইনে। অনলাইন এবং অফলাইন মিলেমিশে একটি পরিসর ও সামাজিকতা হয়ে ওঠে। ছাপিয়ে যাবার সুযোগ দেয় ব্যক্তির ও সমষ্টির ব্যক্তিগত পরিসর ও সামাজিক পরিসরকে। সোশ্যাল মিডিয়া এই ক্ষেত্রটি তৈরির সুযোগ দেয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে কীভাবে বুঝবো এই সম্পর্ককে?

সামাজিক মাধ্যমের প্রযুক্তি একই সাথে বৈশ্বিক এবং স্থানিক। এটি সদস্যদের নানান বিষয় এবং ঘটনা ভিত্তিক 'ঐক্য' র সুযোগ দেয়, উৎসাহিত করে। যেটি স্থানিক এবং বৈশ্বিকের ভূগৌলিক ও সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দূরত্বকে অতিক্রম করে। হ্যাশট্যাগ প্যারিস এ্যাটাক বা গুলশান এ্যাটাক যে 'প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য'-র সুযোগ তৈরি করে তার কারণ হল একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্ম (যেমন ফেইসবুক) শেয়ার করার সুবিধা। একই সাথে আন্তঃপ্ল্যাটফর্ম শেয়ারের সুবিধা (যেমন ফেইসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম এবং আরও অনেক)। কিন্তু প্রশ্ন করা জরুরী যে আদৌ এই 'ঐক্য' কোন ফলাফল আনতে পারে কিনা।

যেমনটা আমরা দেখতে পাই ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলা পরবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ার 'তীব্রতা' অনুসন্ধান করে। প্রথম দর্শনে সহজেই মনে হতে পারে 'প্রগতিশীলরা' মিলে এই হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা সবাই এর বিরোধিতা করছেন। কিন্তু এই 'প্রগতিশীলরা' কি সমরূপ গোষ্ঠী? একটি কমিউনিটি? এনারা কি সবাই জনপ্রিয় বাহাসে উচ্চারিত 'নাস্তিক'? যদি ধরে নেয়া হয় 'প্রগতিশীলরা' একটি গোষ্ঠী তাহলে সবাই কি একটি সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমেবেত হয়েছেন শাহবাগে? এই ধরনের পূর্বানুমানসমূহ সমস্যাজনক। কেননা সেটি এথনোগ্রাফিক স্থান (অনলাইন ও অফলাইনের) জটিলতাকে উহ্য রাখতে সচেষ্ট থাকে।

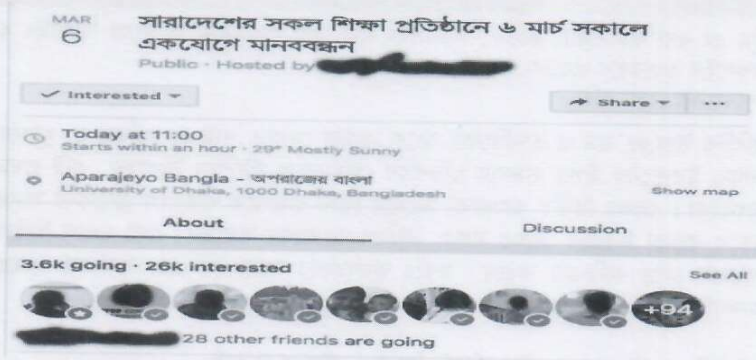

চিত্র ৪ঃ অনলাইন থেকে অফলাইন তৎপরতার ডাক। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে সোশ্যাল মিডিয়াতে ইভেন্টের ডাক যা অনলাইন এবং অফলাইন উভয় তৎপরতাকে সক্রিয় করে। যদিও সারাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হবে?(স্ক্রিনশট, ফেইসবুক)।

হামলার ঘটনায় 'ব্যক্তির প্রতিরোধ' কীভাবে রাজপথের প্রতিরোধ হল?

অনলাইন তৎপরতা কি করে অফলাইনের তৎপরতায় রুপান্তরিত হয় সেই প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে পারা নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আর এই প্রক্রিয়ার (অনলাইন ও

অফলাইনের তৎপরতায় সৃষ্ট) জটিলতাকে অনুধাবনের জন্য প্রেক্ষিতের পাঠের সাথে সাথে ঐতিহাসিক পাঠও এথনোগ্রাফারের বয়ান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

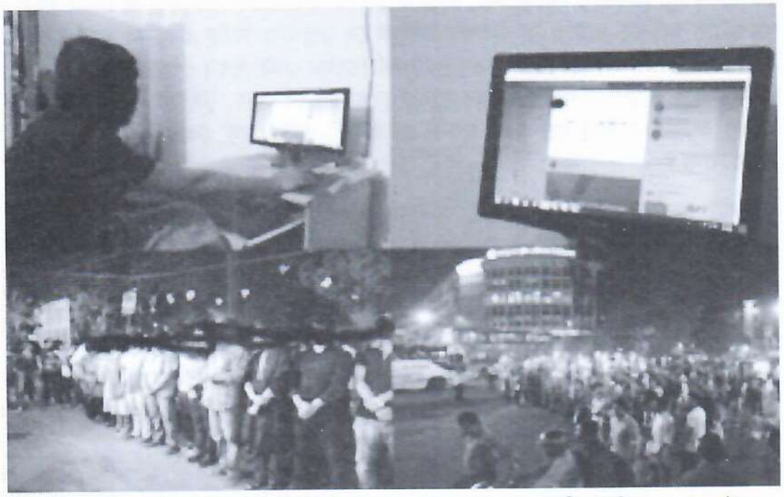

চিত্র ৫ঃ ৩রা মার্চ সন্ধ্যা, ২০১৮, পর্যায়ক্রমে মুখ্য তথ্য প্রদানকারী জাকিরের অনলাইন ও অফলাইন তৎপরতার ধারাক্রম।
(গবেষকের তোলা ছবি)

ছবিটির উপরের বাম ও ডানদিকের অংশে আমরা দেখতে পাই যে জাকির ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার প্রতিবাদে ফেইসবুকে স্ট্যাটাস লিখছেন, এটি প্রথম তৎপরতা। এরপর দ্বিতীয় তৎপরতা হিসেবে তিনি রাজপথে শাহবাগে প্রতিবাদী মানব বন্ধনে বক্তৃতা করছেন এরপর মশাল মিছিলে অংশগ্রহণ করছেন। সেই মশাল মিছিল শাহবাগ মোড় অতিক্রম করছে। অর্থাৎ তৎপরতার নানা পর্ব এবং কর্মকান্ড ঘটছে অনলাইনে এবং অফলাইনে।

পলিমিডিয়া পরিবেশে, 'প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য' ও 'তীব্রতা'-র পাঠ

এই 'প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য'-কেবল কোন ঘটনা ও সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারাই তৈরি হয় না, তৈরি হয় অপরাপর সোশ্যাল মিডিয়া (টুইটার, ইউটিউব, ম্যাসেঞ্জার ও অগণিত সার্ভিস) এবং ব্রডকাস্ট ও নিউজ মিডিয়ার যৌথ সম্মিলনে। আবার একই সোশ্যাল মিডিয়ার বহুমুখী চরিত্রের মধ্য দিয়েও তা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ যখন সোশ্যাল মিডিয়া ব্রডকাস্ট ও নিউজ মিডিয়ার প্রথাগত বৈশিষ্ট্যকে আত্মঃস্থ করে, ছাপিয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়াকে একচ্ছত্র্যভাবে বোঝার কোন সুযোগ নেই, কেননা সেটি সামগ্রিক পলিমিডিয়া আবহের সাথে সরাসরি সংযুক্ত, সেটির অংশ। অর্থাৎ ব্রডকাষ্ট, প্রিন্ট, মোবাইল প্রযুক্তি (মাদিনাউ, ২০১৪; মাদিনাউ ও মিলার ২০১২) সকল কিছুর মিশেল।

ফেইসবুক স্ট্যাটাস/বয়ানঃ ঘাড়ের পেছনে কোপ, "জঙ্গিবাদী আক্রমণ"

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় শাহবাগ তখন উত্তপ্ত। একের পর এক মিছিল আসছে, অধিকাংশই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। টিভি, প্রত্রিকা এবং অনলাইন পত্রিকার সাংবাদিকরা ভীড় করছে। গণজাগরণ মঞ্চের পরিচিত মুখের মধ্যে দূর থেকে দেখছি আতিককে, (ব্লগার ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট) এছাড়া আরো অনেকেই এল। এরমধ্যে খুব পরিচিত একজন কানের কাছে এসে ফিসফিস করে জানালেন, 'সরকার তো আমার বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে এমবার্গো জারি করেছে, আজকে গ্রেফতারও হয়ে যেতে পারি।' (যদিও আমি সেখানে থাকা পর্যন্ত বা এখন পর্যন্ত তিনি গ্রেফতার হননি)। লোক সমাগম বাড়তে শুরু করছে, বক্তৃতাকারীদের মধ্যে মিডিয়ার আগ্রহ বিশেষ একজনের দিকে। আমার মনে হচ্ছে আবারো একটা শাহবাগ ঘটতে চলেছে। এরই মধ্যে বক্তৃতাকারীদের একজন বলে উঠলেন,

'মুক্তবুদ্ধির, মুক্তচর্চার মানুষকে চাপাতি দিয়ে ঘাড়ের পেছনে কোপ দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত কয়েক বছর ধরে জঙ্গিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে রক্তাক্ত করে তুলেছে...প্রকাশক, শিক্ষক, ব্লগার, ভিন্নমতালম্বী কেউই রেহাই পাচ্ছে না। আমাদের আর কত চাপাতির কোপ খেতে হবে? আমাদের আর কত....'। লক্ষ্য করলাম কিছুক্ষণ পর সেই বক্তৃতাকারী আবার ফেইসবুকে পোষ্ট দিচ্ছেন, অবিলম্বে বন্ধ হোক চাপাতির কোপ। এদিকে শাহবাগ চত্বরে সাদা পোশাকের পুলিশ ওয়াকিটকি হাতে ঘোরফেরা করছে, চারপাশের স্লোগানের মধ্যেও ওয়াকিটকির ঘষঘষ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।"

অনুমান করা যেতে পারে যে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে প্রতিরোধ সোশ্যালিটির যে ধরনটি ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার তীব্রতায় পরিস্ফূটিত হতে দেখা গেল তা ইতিহাস বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। কেবল পলিমিডিয়া পরিবেশই এর কারণ নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার কোন ঘটনাই সমাজ বাস্তবতার বাইরের কোন ঘটনা নয়। সোশ্যাল মিডিয়াও সামাজিক প্রতিরোধের আকরকে বুঝতে হলে বাংলাদেশে জন-প্রতিরোধ ও ডিজিটাল এ্যাকটিভিজমের ঐতিহাসিকতাকে যেমন বুঝতে হবে, তেমনি বুঝতে হবে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদী আক্রমণের ঐতিহাসিকতা ও বিদ্যমান রাজনীতির সাথে এর সম্পর্ক।ফলে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে কেনইবা তথ্যপ্রযুক্তি আইন এত কঠোর হয়ে উঠল, কেনইবা ২০১৩ সালে এটিতে পরিবর্তন আনা হল কেনইবা ২০১৩ থেকে ২০১৭ তে আইসিটি আইনে মামলার সংখ্যা ৩ থেকে বেড়ে হল ৭৩৭ (ঢাকা ট্রিবিউন, ২০১৭)।

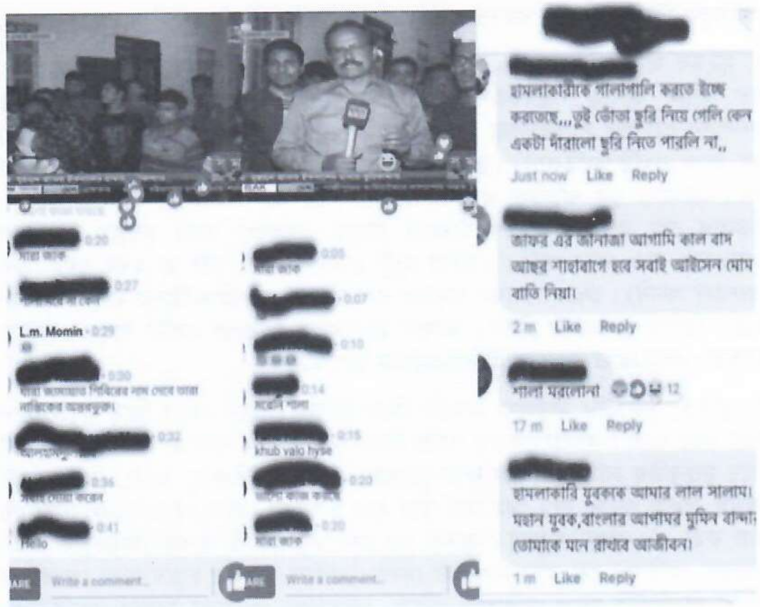

চিত্র ৬ঃ তিনটি স্ক্রীণশট ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার সময়ে ভিন্ন মতামত প্রদানকারী অনলাইন ইউজারদের। যারা হামলাকে সমর্থন জানিয়েছেন। ফলে দেখা যাচ্ছে যে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন মতামত ও তৎপরতার জটিল মিশেলেই সোশ্যাল মিডিয়াও (স্ক্রিনশট, ফেইসবুক)।

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় সবাই শুধু প্রতিবাদী হয়েছেন তা নয় বরং পাল্টা বয়ানেরও হদিস পাওয়া যায়। সেই বয়ান সমাজে বিদ্যমান ভিন্ন মতকেও ইঙ্গিত করে। এই বোঝাপড়ার জন্য, গবেষণার অর্থ তৈরি জন্য আমার মতে গুরুত্বপূর্ণ হল পরস্পর সর্ম্পকিত ঘটনার এমন জিনিওলজি তৈরি করার চেষ্টা করা।

সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই বয়ান আরেক ধরনের প্রতিরোধ সোশ্যালিটির দিকে ইঙ্গিত দেয়। সেটির ঐতিহাসিকতা বুঝতেও সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফারের বাংলাদেশে ডিজিটাল এ্যাক্টিভিজমের জিনিওলজি বোঝার দরকার পড়তে পারে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাষিক বা ছবি ভিত্তিক বয়ানের শক্তিকে আমরা টের পাই যখন দেখি ফেইসবুকের পোষ্টকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, আবার ফেইসবুকে পোষ্ট দিয়ে মানুষের জীবনও বাঁচানো হয়। যখন প্রথাগত মিডিয়া কোন প্রতিরোধকে সামনে আসতে দেয় না তখন দেখা যায় প্রতিরোধকারীরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে সেই প্রতিবাদকে চাঙ্গাও করে তুল। সোশ্যাল মিডিয়ার পোষ্টের কারণে গ্রেফতার হচ্ছেন। পুলিশি ভ্যান থেকে সহ প্রতিবাদকারীকে ছিনিয়ে আনছেন শিক্ষক। সেই ঘটনা ভাইরাল

হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, সমাজেও নয় কি? ফলে সোশ্যাল মিডিয়ার বয়ানকে আর ছোট করে দেখবার কোন সুযোগ নেই, ঘাড়ের কোপ থেকে জঙ্গি আখ্যা সবখানে এর বিচরণ। ফলে প্রশ্ন উঠতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া কি আর কেবল যোগাযোগ মাধ্যম, নাকি খোদ সমাজ হয়ে উঠছে?

উপসংহার

ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রতিরোধ, যেখানে সোশ্যাল মিডিয়া সম্পৃক্ত এবং সেখানে স্থানের অনিত্যতা এবং সামাজিকতার অনিত্যতা ক্রিয়াশীল সেই প্রপঞ্চকে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফার কীভাবে পাঠ করবেন, বোধগম্য অর্থ তৈরি করবেন সেটি হাজির করার চেষ্টা ছিল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে জোর দিয়েছি কি করে সোশ্যাল মিডিয়া একটি তরল পাবলিক পরিসর তৈরি করে এবং সমাজের ভিত্তিমূলক তিনটি বৈশিষ্ট্য কগনিশন, কমিউনিকেশন ও কো-অপারেশনকে পাল্টে দেয়।

সামাজিক প্রতিবাদে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী কীভাবে হতে পারে সে প্রসঙ্গে আলাপচারিতার সূত্র ধরে আমি উপস্থাপন করেছি দুটো গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে। এর একটি হল, 'একটি প্রেক্ষিত নির্ভর ঐক্য' (a sense of contextual fellowship) ও অপরটি 'তীব্রতা' (Intensity)। একইসাথে সোশ্যাল মিডিয়ার সংজ্ঞা ও স্থানিকতার বিশ্লেষণের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছি কেননা গবেষকের আগ্রহ ও কৌতুহলের ভিত্তিতেই এথনোগ্রাফিক স্থানের বিষয়টি আলোচিত হয় সেটি মনে রাখা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটি একটি 'তীব্রতা'-র অধ্যয়নের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতির প্রতিটি ধাপে যেমন, গবেষিতের সাথে বিশ্বস্ত সম্পর্ক স্থাপন, তাদের প্রতিদিনের সোশ্যাল মিডিয়া এ্যাক্টিভিটি ফলো করা, অনলাইন ইন্টারভিউ, নতুন গ্রুপে যুক্ত হওয়া, অফলাইনে উপস্থিত থাকা, অফলাইনে ইন্টারভিউ করা, 'তীব্রতা' বুঝতে ধরাছোঁয়ার পরিস্থিতির মধ্যে থাকা এসব বিষয়ে এথনোগ্রাফারের ভূমিকা এবং জটিলতার বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছি। ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনাটির 'তীব্রতা'-র অধ্যয়নে এই প্রবন্ধে সোশ্যাল মিডিয়া কি এবং ঐতিহাসিকভাবে কি হয়ে উঠেছে সে অংশটুকুতেই কেবল আলোকপাত করা হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে শাহবাগ আন্দোলনের কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। কেন ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের উপর হামলা হল এই প্রশ্নকে মোকাবিলা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিলনা। এমনকি এই বিষয়ক আলোচিত কন্টেন্ট বিশ্লেষণও নয়। বরং সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফী কীভাবে হতে পারে, কীভাবে সম্পন্ন হয় তার একটি খসড়া এখানে তুলে ধরতে চেয়েছি।

গবেষণার আগ্রহের বিষয়ের অপরাপর সকল কার্যকরণের সাথে সোশ্যাল মিডিয়া কি, সেই ঐতিহাসিক বোঝাপড়া থাকা যে সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফারের জন্য আবশ্যক সেই যুক্তি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা প্রযুক্তি স্বয়ং সমাজের সাথে জটিল সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তৎপরতাকে আকার দেয়, অর্থ দেয় এবং আত্মপরিচয় তৈরি করে, যা বিশেষভাবে দৃশ্যামন হয় সোশ্যাল মিডিয়া ও সামাজিক আন্দোলনের সম্পর্কের মধ্য

দিয়ে। আমার মতে একজন সোশ্যাল মিডিয়া এথনোগ্রাফারের কাজ হল স্পাসিও টেম্পোরাল ও সোশিও টেম্পোরাল পরিসরে বোঝার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রপঞ্চকে হাজির করা।

References

Amit, V. (2015). Thinking Through Sociality

An Anthropological Interrogation of Key Concepts (V. Amit Ed. 1 ed.): Berghahn Books.

Amit, V., Rapport, N., Eriksen, T. H., Gardner, K., & Mitchell, J. P. (2002). The Trouble with Community

Anthropological Reflections on Movement, Identity and Collectivity: Pluto Books.

Chowdhury, M. Z. (2012). The Internet as a public sphere: Blogging "Liberation war vs Jamaat" issue in somewherein...blog, a case study., University of Dhaka, Dhaka.

Chowdhury, M. Z. (2016). Social Media, Emerging Public Sphere, Islam and Nationalism in Bangladesh: A Case Study on Shahbag Movement. (Masters of Arts), Hiroshima University, Japan.

Dahlberg, L. (2007). Rethinking the fragmentation of the cyberpublic: from consensus to contestation. New Media & Society, 9(5), 827-847. doi:10.1177/ 1461444807081228

danah, m. b. (2017). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. doi:10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Dhakatribune. (2017, 2017-03-29). Internet users up by 466,000 in February | Dhaka Tribune. Retrieved from http://www.dhakatribune.com/business/2017/03/29/ internet-users-466000-february/

Fuchs, C. (2012). Social media, riots, and revolutions. Capital & Class, 36(3), 383-391. doi:doi:10.1177/0309816812453613

Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere : an inquiry into a category of bourgeois society. Great Brit: Polity Press.

Haq, F. (2011). Bangla blog community: Opinion, virtual resistance or the hunger for creating community of the detached people Yogayog(10), 113-118.

Haq, F. (2015). Shahbag Movement: Extended Conflict between Secularism and Religiosity in Bangladesh? Paper presented at the 4th International Congress of Bengal Studies, Japan.

Hasan, J. (2014). Shahbag theke Hefazat, Rajshakkhir Jobanbondi. Dhaka: Adarsha Prokashonoi.

Information, A. t. (2017). a2i â□" Access to Information. Retrieved from http://a2i.pmo.gov.bd/ - about-us

Madianou, M. (2014). Smartphones as Polymedia. Journal of Computer-Mediated Communication, 19(3), 667-680. doi:10.1111/jcc4.12069

Madianou, M., & Miller, D. (2012). Migration and new media : transnational families and polymedia. Abingdon, Oxon ; New York: Routledge.

Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., . . . Wang, X. (2016). How the World Changed Social Media (1 ed. Vol. 1): UCL Press.

Postill, J. (2008). Localizing the internet beyond communities and networks. New Media & Society, 10(3), 413-431. doi:doi:10.1177/1461444808089416

Postill, J. (2014, 2014-11-26). What does anthropology have to say about social media and activism? Retrieved from https://johnpostill.com/2014/11/26/what-does-anthropology-have-to-say-about-social-media-and-activism/

Postill, J., & Pink, S. (2012). Social Media Ethnography: The Digital Researcher in a Messy Web. Media International Australia, 145(1), 123-134. doi:doi:10.1177/1329878X1214500114

Sabur, S. (2013). Post card from Shahabag. ISA eSymposium for Sociology.

Zaman, F. Agencies of Social Movements: Experiences of Bangladesh's Shahbag Movement and Hefazat-e-Islam. Journal of Asian and African Studies, 0(0), 0021909616666870. doi:doi:10.1177/0021909616666870